চমৎকারচম্পূ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক

প্রণীত।

BY
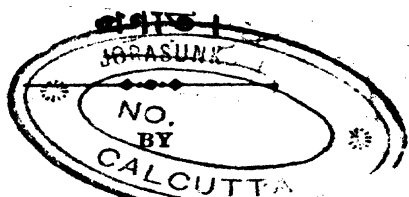
OPENDRO CHUNDER NAUG.

কলিকাতা।

পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে

মুদ্রিত।

PRINTED BY GOPAL CHUNDER DAY
AT THE PURANPROCAS PRESS.

শকাব্দা ১৭৯২।

PREFACE.

While a person, who is a regular stranger to any subject and attempts to gain fame from it, is a regular fool, no doubt; consequently failure becomes the success. Again, much credit is due to him who suffers again and again instead of thinking of his fate or failure. Alas I say to myself! instead of being favoured with such remedies, I am doomed to suffer the extreme rigour thereof by being crushed under the weight of censure.

It is with a heart full of comfort I must play awhile with this whether sweet or sour, good or bad.

Readers, I hope, will excuse me for the defect drawn.

Dated
16th June, 1872. } Opendro chunder Naug.
Garadah.

অভিনেতৃগণ।

যুবরাজ, ...রাজপুত্র।

মালিখ, ...রাজসখা।

রাওজী, ...সৈন্যাধ্যক্ষ।

বেদরল খাঁ, ...সৈনিক পুরুষ।

চমৎকার, ... তপস্বীর কন্যা।
নওরাঙ্গী, ... সহচরী।

রাজ কুমারী, ... চম্পাপুরীর রাজকন্যা।
সখী, ... সহচরীদ্বয়।

চমৎকার-চম্পা।

প্রথম অভিনয়।
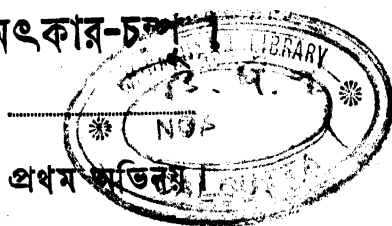
গিরি-সঙ্কটে।

যুবরাজ। আজ্‌কার প্রভাত কি সুপ্রভাত, কিছুই বুঝিতে পারি না। মেঘাড়ম্বরে অম্বর যুগপৎ বিড়ম্বিত হইল; তায় তড়িৎ তাহায় জড়িত ও ত্বরিত চমকিত হইতেছে; অনুকূল পবনের প্রতিকুলাচরণে গিরি-নির্ঝরিণী নিতান্ত অশান্ত ভাবে উচ্ছ্বলিত হইতেছে; গগনস্পর্শী তরুগণ এক একবার একেবারে ছিন্নমূল হইয়া পড়্‌ছে; আবার এই, বৃষ্টিও বরিষণ এবং করকাভিঘাত হইতে লাগিল। আমাদের শরীরে আর সহ্য হয় না, প্রাণে আর বাঁচি না, বুঝি আজ্‌ প্রাণ হারাইলাম। হে বয়স্য! আপাততঃ ঐ সম্মুখীন তাপস-পর্ণকুটীরই আশ্রয় করা যাউক।

কি মেঘ, কি বৃষ্টি, মহাঝড়, দারুণ পথ এ যেন যুগ-প্রলয় উপস্থিত। নীরদখণ্ডের ভীমনাদে প্রাণ কাঁপ্‌ছে। বিজুলির চম্‌কানিতে চোক্‌ ধোরে যাচ্ছে, এখন আর পথ পাইনে, কি করি কোথা যাই।

মালিথ। অতো ব্যাকুল হচ্ছেন কেন, দেখুন্‌ সেই প্রবল প্রভঞ্জনের আর তেমন দিঙ্‌মর্দ্দন প্রভাব নাই, অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে, আমরাও পর্ণ-কুটীর প্রাপ্ত হইলাম। এই যে নিশাও অব-সান হইল, ঊষার সমাগমে এই হেমকূট পর্ব্বত আর তার অদূরবর্ত্তী চম্পাপুরীর কি অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রভাত সমীরণের মন্দ মন্দ সঞ্চালনে সরিৎতরঙ্গ ঠিক তুরঙ্গ রঙ্গে নাচিতেছে; বিবিধ কুসুমগন্ধে দিগঞ্চল সুগন্ধীকৃত হইল। এখানে তুঙ্গ প্রাসাদ নাই, উত্তাঙ্গ গিরিশিখর আছে, এখানে চতুরঙ্গ সেনা নাই, বিহঙ্গ কুরঙ্গাদি আছে; সুমধুর সঙ্গীত বাদ্য নাই, তপস্বীর বেদ পাঠ ও তাল বনের মড়্‌ মড়্‌ ধ্বনি আছে; স্বর্ণালঙ্কৃত সুসজ্জিত বেশ নাই, ফলে ফুলে সুশোভিত এবং লতায় পাতায় বেষ্টিত তরুগণ আছে।

তপস্বীরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনার্থ বহির্গমন করিলেন এবং তাপস কুমারকুমারীগণ মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ পাঠ করিতে লাগিল।

যুবরাজ। ওহে বয়স্য! আমি কি দেখ্‌লেম, ঐ তাপস-কুটীরে এক সুকুমারী আমার মন প্রাণ—(নিস্তব্ধ)

মালিখ। কই কোথা কি দেখ্‌লেন, আমি আমার এ চামড়ার চক্ষে কিছু দেখিও নি এ পাপ কর্ণেও কিছু শুনি নাই, কি জানি হোতে পারে, মিনার টান মহতেই চিনে।

যুবরাজ। হা হতোস্মি! হায় কি হোল! সখে! সেই শরদিন্দুনিভাননা কোথায়? সেই প্রাণময়ী আমার প্রাণ লইয়া কোথা গেল? তাহার বিরহ আর সইতে পারি না, সব শূন্য হইল, সেই এক তার অভাবে আমার সর্ব্বাভাব হোল।

মালিখ। এ আবার কি!!! এত অধৈর্য্য হলেন যে, সুধীর হইয়া এত অধীর কেন, সে যে সে দিন দেখেছিলেন সে তাপসকুমারী, তাহাতে কেন এরূপ মতি হইল, কি দুর্ম্মতি!! রাজকুমার! আপনি এখনি মৃগয়া, বন বিহার, দেশ পর্য্য-টনে নিপুণ হইবেন না, যেহেতু এখনো আপন-

কার কোন বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই, বিশেষ প্রাজ্ঞ নহেন। প্রথমাবস্থায় কতকগুলিন নৈসর্গিক দুষ্প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয়। তাহার দূরীকরণ সহজসাধ্য নহে, তৎকালে আদেশ উপদেশ কোন কার্য্যকারী হয় না, নিজে যাহা বুঝে তাহাই ভাল, আপনার বল বিক্রমে আপনি উন্মত্ত থাকে, ইহার সহিত কিছু সুখসমৃদ্ধি ও প্রভুত্ব থাকিলে আরো বিপদের কথা বটে।

সেই সকল কুপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি হেতুক একমাত্র জ্ঞান, তাহা বিশেষ ঔৎকর্ষ্য বিহীন হইলে কার্য্য মাত্রেই সুপারগ হওয়া যায় না, আর মনো-মন্দিরের অন্ধকার ঘুচে না।

জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভ ভাগ্যাধীন নহে, জ্ঞানী জনের হিতোপদেশ গ্রহণ, সৎপুস্তকালোচনা, সাধুসঙ্গে বাস, সাধু ব্যবহার, এই সকল জ্ঞানো-ন্নতির সোপান; জ্ঞানোদ্রেকে বিবেচনার অধীন হইয়া কার্য্যক্ষম হওয়া যায়।

অতএব হে রাজন্! যখন যাহা মনে উদয় হয় তাহাই কর্‌বেন না, এবং নিজে যাহা ভাল বুঝেন তাহাও ভাল ভাবিবেন না। ঐ সমুদায় দুর্ব্বুদ্ধির অনুসরণে প্রয়োজন নাই।

অপিচ সেই তপস্বীরা বানপ্রস্থ, বনে থাকে, বন ফল খায়, বনে বাসেই সুখী; আপনি গৃহী, ওরূপ সঙ্গ কোন রূপেই সঙ্গত হোচ্ছে না। আপনি মহারাজ চক্রবর্ত্তী, তাহারা কাঙ্গাল্ বিলক্ষণ! তাহাদের লোভ নাই যে, ধনে ভুলিবে; প্রেম নাই যে রূপে মোহিবে; অভিমান নাই যে নাম কিনিবে; যেমন থাকে তেমনি ভাল, বরঞ্চ কখন অনশনে দিনপাত কোচ্ছে, কারো আশ্রমে পদ-নিক্ষেপ করে না। তাহারা সামান্য নহে, দেখিয়াছিলেন কেমন রূপ যেন সোণার প্রতিমা ওরূপ কি মানুষে হয়, দেখিয়াই অন্তঃকরণ প্রগাঢ় ভক্তিরসে প্লাবিত হয়।

যুবরাজ। তুমি ও সব কি ঘন্ ঘন্ কোচ্ছ এখন? আমার ভাল বোধ হোচ্ছে না। সেই সুকুমারমতি তাপস-কুমারী কোথায়? সখে! সেই যে ভাবে দেখিয়াছিলাম সেই সব আমার মনোমধ্যে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে; পুথি হাতে করিয়া একতান নয়নে নতশিরা অর্দ্ধেক বিনান বেণী এক পার্শ্বে হৃদয় ঢাকিয়া আর অপরাংশ একরূপ অর্দ্ধোদ্ঘাটন হইয়াছিল; এক কর্ণ চুলে ঢাকা অন্য কাণে স্বর্ণলতার কাণবালা দোদুল্যমান এবং

সমীরণ ভরে তাহার গেরুয়া বসনাঞ্চল ঈষৎ চঞ্চলিত হোচ্ছিল, বাম করে ধরিয়া ধরিয়া আনিত, পবন মানিত না।

সেই সকল আমার স্মরণ হোচ্ছে, সেই স্মিত মুখ, স্ফীত বুক, আমার মনে পড়ে, মালিখ! আমার মনে পড়ে, সেই স্মিতমুখ; আর ভুলিনা, তাহার চকিৎ চক্ষু, রুচির চিবুক, তাকি ভুলা যায়।(কিয়দ্দূরে গমন) এসমুদয় ফুল টুল আবার কি; রাওজী তুমি এখানে তুরঙ্গাদি বট জটায় বন্ধন কর্‌তে বল এবং হস্তিসমূহ নিগড় নিবদ্ধ কর।

বয়স্য! তাপসকুটীর এখান হোতে অধিক দূর হবে না, এখানেও কি তাহারা এসে থাকে? এই সমুদয় ছিন্ন কুসুম ও দলিত কিসলয় বুঝি তাহারাই ছিঁড়িয়া ফেলেছে, এখানে বসিয়া বুঝি মালতীফুলের হার গেঁথেছিল, এখনো বাল্য ব্যবহার বিস্মরণ হয় নি, এই ধুলার খেলাতেই বিলক্ষণ নিদর্শন পাচ্ছি। হা প্রাণময়ি! তুমি কোথায়?

সরস বসন্ত সুধাকর নিরমল।
শীতল সমীরে নীর করে টল মল॥

ফুটিল বিবিধ ফুল মালতী বকুল।
পরিমল প্রলোভে ব্যাকুল অলিকুল॥
বিকসিত হয়ে সরোবরে কুবলয়।
ভ্রমর বাঁশীর তানে কানে কথা কয়॥
বিপুল মুকুল কিসলয়ে তরুগণ।
শোভিল পরিয়ে যেন অপূর্ব্ব ভূষণ॥
মনোহর সর্ সর্ করি সর্ব্বক্ষণ।
সুগন্ধ বিতরে মন্দ-গামী সমীরণ॥
কখন নবীন মেঘ গড়্ গড়্ করে।
বিজলির ছটা ছান্দে কান্দে প্রাণ ডরে॥
ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ নাচে নিরন্তর।
চাতক ফটিক জল বলে উচ্চৈঃস্বর॥
উঠিলে গগনে নিশানাথ নিজ স্থানে।
চুপ করে চকোর বিধুর সুধাপানে॥
কি পোড়া কোকিল পাপ কুহুরব করে।
পাপিয়ারা সা, রে, গা, মা, সাধে সপ্তস্বরে॥
প্রতিকূল ফুলবাণ প্রতিবাণ হানে।
প্রতিক্ষণ বিমোহিত প্রপীড়িত প্রাণে॥

হা সজনি!

ভুলি না তোমায়,

আর
ভুলি না তোমায়,
হেরিয়ে চাঁপার ফুল একি হলো মনে ॥
কোথায় রহিলে হায় চম্পক বরণে ॥
আর
ভুলি না তোমায়।
কেন রে কোকিল তুই করি এত ধুম্।
মনে করে দিলি, সেই ভাঙ্গিল রে ঘুম্ ॥
আর
ভুলি না তোমায়।
যে দেখেছি সেই দিন সে গিরি সঙ্কটে।
হায় হায় আর দেখা ঘটে কি না ঘটে ॥
আর
ভুলি না তোমায়।
তেমন আমার আর হবে কি প্রভাত।
পরাণ ত্যজিব হয়ে পাষাণে নিপাত ॥
আর
ভুলি না তোমায়।

মালিখ। আপনকার সহসা এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া আমরা নিতান্ত নিরুৎসাহ হয়েছি।

আপনি একেত এই এক অবস্থা প্রাপ্ত, এখন আপনকার অনভিমত ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইবেন, এবং কিছু কিছু ক্রোধেরও নিদর্শন দেখ্‌ছি। মহারাজ! ক্রোধ করিবেন না, ক্রোধ উন্মাদের অঙ্গ বিশেষ, ষড়্রিপুর এক শির রিপু, শিরে চড়্‌লেই বুদ্ধি শুদ্ধির লোপাপত্তি ঘটে; মহারাজ! কামের হয় কামান, ফোটে উল্টে, ক্রোধ একটী বেস্‌ বৃক্ষ, তাহার কুসুম বিষময়, ফলে প্রাণ যায়; লোভ জন্মিলে টোপ দিয়ে মাচ্‌ ধরার মত ধরা পড়তে হয়; মোহটা মদের পূর্ব্বলক্ষণ; মদ (মত্ততা) যেমন মধুর ভাণ্ডে মক্ষিকার সমাগম; আর মাৎসর্য্য হলেই বা কি, কণক-লঙ্কেশ্বর দশমুণ্ড রাবণ ওতেই সবংশে সংহার পেলে।

আপনকার এ উদ্যম সামান্য উদ্যম নহে; একটী গুরুতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বলক্ষণ বিলক্ষণ বিবেচনা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। আমরা হুকুমে খাটি আমাদের কি; দশটা, মুখে বলা, বল্লেম। আপনি রাজার ছেলে রাজ-বুদ্ধি, যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

যুবরাজ। তাই কি বলছ কি শুনব, চল সেই খানে

যাই। সেই পবিত্রা তাপসতনয়াকে দেখিলে আর কিছু দেখিবার বাসনা রাখি না। না হই অন্ধ, তাহার অমৃতায়মান ধ্বনি শুনিলে আর কিছু শুনিতে চাহি না। না হই বধির, তাহাকে পাইতে প্রাণ যায় যাউক, আমারো পণ প্রাণ পর্য্যন্ত। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"।

উঃ! ঐ বুঝি সেই হরিণনয়নী। কি আশ্চর্য্য চারুশীলা, চমৎকার চাউনি, কিরূপ গতি মন্থর, মধুর হাসিনী বালা, হাস্‌ছে না, বোধ হয় যেন হাসছে, হাসি মুখে লেগেই আছে। দেখ ভাই! ঐ যে মালতী লতা ঝুল্‌ছে, তার ফুলে ভ্রমর ঝুকৃছে আবার উড়ছে যেন প্রেমের হিল্লোলে ভাস্‌ছে, তার অনতিদূরে কিসের হার হাতে লয়ে ঐ দাঁড়িয়ে আছে। আহা কি মনোহর ভাসা চক্ষু, হাঁসা মুখ, নাসাই বা কেমন, কেমন ঢঙ্গে দাঁড়িয়ে—

নাজ্রিথ। ভাই বটে মহারাজ! ঠিক যেন ত্রিভঙ্গ ঠাম দাঁড়িয়ে কদমতলে—এটুকুও বলুন;—

গোপীভর্ত্তু র্ব্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী।
উন্মত্তেব স্খলিতকবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালম্।

অত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতী সহায়া।
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম॥
(পদাঙ্কদূত।)

যুবরাজ। ভাই তাই যে হোলো, এই যে আবার একটী পদবারি-চিহ্নও দেক্তে পাচ্ছি।

মালিখ। রাজকুমার! ঐ চিহ্নটার অবস্থিতি কতক্ষণ, দেখুন দেখি, এখনি আবার একেবারে তার নিদর্শন নাই। তেমনি জান্‌বেন নারীর প্রণয় আর বারির লাঞ্ছন। মহাশয়! খোদা তালা ওযে এক আউয়ল চিজ পয়দা করেছেন তার বাখান কি করব, উহার কি মোহিনী শক্তি, যেন চুম্বকাকর্ষণ আকর্ষণ করে, মুনির ধ্যান ভঙ্গ করে, মানুষকে প্রকৃতিস্থ রাখে না। ভাই! বড় সুন্দর বস্তুতেই লোকে বড় ঠকে, দেখে শুনে চলবেন। সখে! এই প্রদোষ কাল কিপ্রকার মনোহর হইল। ওখানে পর্ব্বতের শিখরদেশ নবীন মেঘের মতন দেখাচ্ছে, তার পার্শ্ববর্ত্তী চম্পাপুরীর কণককুম্ভ ঝিকি ঝিকি জ্বলছে, মেঘের আড়ে সৌদামিনী, উপত্যকা প্রদেশ ধূ ধূ কোচ্ছে, যেন বৃষ্টি এলো; তাই সে দিনের দশা স্মরণ হলো, হায় কি দুর্দ্দশা!! ভাই দুঃখের কথা বড় মনে থাকে।

শুনিয়াছি মিস্‌ফর্‌চন একা এসে না, যখন লোকে দুঃখে পড়ে, তখন একটীর অবসান না হতে হতেই আর পাঁচটী জড়িয়ে ধরে। আবার প্রবাদ আছে যে, দুঃখে পড়িলে মনে কর্‌তে হবে যে, সুখ আর অধিক দূরে নাই; তেমনি সুখ এলে দুঃখও নিকটে থাকে। সুখ দুঃখে সৌহৃদ্য ভাব আছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটী ভাই, পৃথকাম; ধর্ম্মের বাসস্থল স্বর্গ এবং অধর্ম্মের মর্ত্ত, ধর্ম্মের সন্তান পুণ্য ও অধর্ম্মের সন্তান পাপ, এবং পুণ্যের পুত্র সুখ আর পাপের পুত্র দুঃখ। উভয় ভ্রাতার ভ্রাতৃস্নেহটা ভালই আছে, কেহ কাহাকে ছাড়িয়ে থাকে না। সে যাহা হউক, ফলিতার্থ শীঘ্রই আমাদের হয়তো একটা গুরুতর কল্যাণকর অথবা কোন বিস্ময়জনক ঘটনা হইবে, সন্দেহ নাই। (নতশির হইয়া) বনপ্রান্তে ও সিপাহীকে, বুঝি পাণ্ডুক রাওজী।

রাওজীর প্রবেশ।

রাও। ওছ্‌ রোজন্তো ছোটা কিয়ামৎ ছেব্‌ পার্‌ধার্‌ কার্‌ গুজারা কিয়া; ফের ইয়া ক্যায়া

সোই বাৎ। মহারাজ! মুসলমান রাজাকো মারে ফৌজকো কুছ ঠেকানা নাহি, আব জো জি চাহে কারনাইয়ে, মৌত দূর নাহি, বাছ্ হামলোগঁকো ওয়াস্তে এহি গজুর গোর ছামঝনা।

মালিখ। দেখুন্ মহাশয়! অন্তঃকরণের যে একটী আত্ম-জ্ঞাপ্তি শক্তি আছে এই তাহার প্রকৃত প্রমাণ, মন যাহা ভাবছিল তাই ঘট্‌ল।

মুসলমান রাজগণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো, আর নিস্তার নাই। কার সাধ্য যে তাহাদের পথ অবরোধ করে, কাহার সাধ্য যে সেই সমরাগ্নি নির্ব্বাণ করে, কে এমন যে, সেই দুর্দ্ধর্ষ রাজন্যগণের কারাত্ব বন্ধ অতিক্রম করে।

তাহারা সংগ্রামাদি যুদ্ধ কার্য্যে তৎপর অসমসাহসী, সুতরাং বীরত্বই বেশি, বীরদর্পে উন্মত্ত, মৃত্যুর আশঙ্কা রাখে না, মরণ কি তা জানে না, এইমাত্র সংস্কার আছে, এক দিন মরিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, সে যুদ্ধ! শুনিয়াছেন কি? মহারাষ্ট্রীয় মহাত্মা শিবজির সহিত যখন দিল্লীশ্বর আরঞ্জিবের সংগ্রাম ঘটিয়া ছিল; কি ভয়ানক দৃশ্য! তখনকার সে সব কাণ্ড স্মরণ হতেই মরণ হয়। প্রথমতঃ প্রকাণ্ডকায় সজ্জিত

দ্বিরদব্যূহ শ্রেণীনিবদ্ধ হইল, তার পর অশ্বা-
রোহী সৈন্য, তার পর নানাবর্ণের পতাকা-
বিশিষ্ট রথশ্রেণী, পরে পদাতিক সৈন্য প্রভৃতি
সশস্ত্র দণ্ডায়মান হোল। এইরূপে ক্রমে যুদ্ধারম্ভ
হইয়া এক মহাপ্রলয় হয়ে গ্যাছে। কত লোকই
অপুত্রক হোল, আর কত মহিলাই বা বিধবা
হোল তাহার নিরাকরণ কি।

রাজকুমার! আর এখানে গৌণকল্প অবিধেয়,
যুদ্ধসজ্জা করা যাউক্ পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করি-
বেন। আপনি রাজ্যেশ্বর হয়ে এক জন সামান্য
ব্যক্তির ন্যায় জঘন্য ব্যবহারে কেনই বা অনর্থক
আত্মাকে কলঙ্কিত কোচ্ছেন, জগদীশ্বর আপ-
নাকে সৌভাগ্যশালী করেছেন, বিপুল বিত্ত
অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রভূত প্রভুত্ব প্রদান করিয়া-
ছেন; সে কি এই অভিপ্রায়ে যে, অন্যের প্রতি
অন্যায়াচরণ, প্রজাপীড়ন ও অধর্ম্মসাধন করিবেন,
তাহা নহে; রাজার প্রধান ধর্ম্মই হোচ্ছে
দুষ্টের দমন ও শিষ্ট পালন, তাহা বেস্ শিখ্-
ছেন, শমন-দমন রাবণ রাজা, কিন্তু ইহাও একটু
স্মরণ রাখ্‌বেন—রাবণ-দমন রাম। বীরভোগ্যা
বসুন্ধরা, বীরত্ব না থাকুলে আধিপত্য হয় না,

লোকে অপবাদ করে, এখন গাত্রোত্থান করুন, রূপ দেখে ভুলে বোসে থাক্‌বার কর্ম্ম নয়।

যুবরাজ। প্রিয়সখে! আমি কি বোলে আছি, স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে আছি, কিছুই জানি না, আমিই আছি মাত্র আমার সব গ্যাছে। আমি কি সেই স্ফুরদরুণবরণীর বক্র বিলোকন, অস্পর্শ হৃদয় ভেবে ভুলে আছি, সে সবতো কেবল রূপের বিশেষণ মাত্র, সে তো আর মনের সম্পত্তি নহে।

যৌবনের দৌড় যত দিন, রূপের কারিগরিও ততো দিন, দিন দিন আপনি হীনপ্রভ ও ক্ষীণ-লাবণ্য হয়ে পড়ে তখন আর নয়নের সুদীর্ঘ টানো আসে না। বেশ ভূষাতেও ততো মন রসে না। সময়ে পাহাড় টসে যায় তা তো রূপ আর টুপ।—রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন গন্ধে ভৃঙ্গ, তা জানি কিন্তু সখে! সেই তাপস-দুহিতা অতিসুশীলা, সুমতি ও অতি পবিত্রা। সে চাতুরী জানে না সচতুরা, দোষ নাই লজ্জা-বতী, মধুচোর নহে প্রকৃতি মধুর, শোক-বিহীনা, কৃশাঙ্গী বিরহ জানে না, কিন্তু নয়ন বারি বারি। হা সজনি! আমার দিন—,

বয়স্য তবে চল এখন, রণক্ষেত্রে প্রাণ গেলেও পরিত্রাণ পাই।

[প্রস্থান।]

প্রদোষে

তপস্বীর গীত।

"সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরায়ি।
কেশর কি তিলক ভাল, মান রবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাত, গতি পদ দৃগ্ছায়ি।
মতিয়ানকি গারে মাল, তারা উর মন বিশাল,
মান গ্রহণীর কোর, চুর চুর ধায়ি আয়ি॥
ছাএনা ছহিত ছরযু তীর, ঠারে রঘুবন্‌শবীর,
হরিখে নিরখি তুলছি দাছ, চরণ রজপায়ি॥"

দ্বিতীয় অভিনয়।

উপত্যকায়।

যুবরাজ। "চাতকস্য গতির্নাস্তি বিনা জলধর ত্বয়া।
ত্বাং বিনা জীবনং নাস্তি কুত্র গচ্ছামি ত্বাং বিনা" ॥

স্তব্ধ সানু নিশিথিনী নিশীথানুপম।
নীরব নিবিড় বনে নীড়ে বিহঙ্গম ॥
নীরনিধি নরবিধি বিহরে বিভঙ্গে।
হেলায়ে তরঙ্গ হার হৃদয়ের সঙ্গে ॥
মৃদু মৃদু প্রবাহিত মলয় সমীর।
মধুরিম রিমিঝিমি বরিষত নীর ॥ ১ ॥

ঝিঁ-ঝিঁ করে ঝিঁঝি সেই ঝরণার ধারে।
ধিকি ধিকি প্রজ্বলিত লতিকা কান্তারে ॥
দাদুর বাদর পেয়ে পুলকিত হয়ে।
কভু শব্দ কভু স্তব্ধ ভুজঙ্গের ভয়ে ॥
কতদূর সে মধুর সরযুর তীর।
রিমিঝিমি রিমিঝিমি বরিষত নীর ॥ ২ ॥

নীরদ নিখিল পরে দামিনীর হার।
যামিনী কামিনী সহ ক'রিছে বিহার ॥
বিগত সুরত—দীপ পর্ব্বত-শিখরে।
তারা হারা হয়ে তাই তড়িৎ লহরে ॥
কতদূর সুখপুর তাপস কুটীর।
মধুরিম রিমি ঝিমি বরিষত নীর ॥ ৩ ॥

নির্ম্মোক চন্দন বৃক্ষে সমীরণ ভরে।
উড়িতেছে পড়িতেছে খড়্ খড়্ কোরে ॥
শিখি পুচ্ছ ঝাড়ে দুঃখে শাখায় বসিয়ে।
শশগণ শশব্যস্ত শাবক লইয়ে ॥
কতক্ষণে সে দিনের উঠিবে মিহির।
রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি বরিষত নীর ॥ ৪ ॥

এই না সেহি দিনের মালতী লতিকা।
এই সেই সমুদায় অয়ে খদ্যোতিকা।
সেই গিরি সেই গুহা সেই নির্ঝরিণী।
সেই বটে এই সরোবর সরোজিনী ॥
কোথা সেই প্রাণময়ী কই সে কুটীর।
মধুরিম রিমি ঝিমি বরিষত নীর ॥ ৫ ॥

—আজ_কি আর প্রভাত হইবে না, সে দিনের সে প্রভাত না হোক হোক তবু প্রভাত হউক। দুঃখের দিন বড় বলে কি এতই বড়, দীন হীন দরিদ্র, যাহার এক দিন বৎসরবৎ, তাহার দিন কি যাচ্ছে না? সখে! আমার দিন কি যাবে না, অফুরণ হোল। হা শরদরবিন্দ-বয়ানি! তোমার বিরহবহ্নি আমায় বিদগ্ধ করিল। আমার আহার নাই নিরাহার আছি, নিদ্রা নাই চৈতন্যই থাকি, কোথা থাকি কোথা যাই, কি করি, কি ভাবি, কিছুরই স্থৈর্য্য নাই, আমি কি তোমার বিহনে প্রাণ হারাইব? নিশাও বুঝি প্রভাত হইল না, প্রাণ গেল। হা প্রণয়িনি! মরিলাম ক্ষতি নাই, যেন মরিয়াই তোমাতে মিশি।

মৃত্যু ঘটনার আর অধিক বিলম্ব নাই, আমার দশম দশা উপস্থিত—

"লালসোদ্বেগজাগর্য্যা তানবং জড়িমাকতা।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো-মৃত্যুর্দশা দশ॥"

মালিখ। উপায় কি এখন, রাজজী! কি কর্ম্ম-ভোগ, কি দুর্দ্দৈব, রাজকুমারের বড় কিছু বলেন_বিফল হোল, মিছে বকে বকে, আমরাই

আমাদের গোস্ গুজার কোচ্ছি। ভাই! প্রণয়টা শূর বীর মুনি মানব সকলের মধ্যেই আছে, তাহার অব্যর্থ সন্ধান সাম্‌লে উঠা কঠিন। মনের কথা মনে রাখ্‌লেই রাখা যায়, দোষের কথা ঢেকে রাখলেই থেকে যায়, তাই কি ঐ কথাটা চেপে রাখ্‌লে দেবে থাকে। রাজার তো প্রাণ সংশয়, এখন উঁহার অনভিমত ব্যবহারে পাছে একেবারে উন্মত্ত হন, পাছে কোন রূপ দুর্ঘটনা হয়, আর প্রাণ হারাইতেই বা কতক্ষণ। হা প্রণয়! তোমার কি মোহিনী মন্ত্র, কেমন ষড় যন্ত্র, ধরায় তুমিই ধন্য, তোমার আবির্ভাবে যে মনের কতই ভাব তরঙ্গ উঠে, কতই সুখের উদ্রেক হয়, তাহার পরিসীমা নাই। একণে রাণ্ডজী! উপায় কি, করি কি, রাজ-কুমার তো এখানে স্মর-শয্যায় উন্মত্ত-মোহন, গোলাপকুলে কন্দর্পদেব হয়ে থাকুলেন; ওদিকে বনদ্রাজগণ আমাদের শর-শয্যার যোগাড় করে আসছেন। এতো হোল গিরিশঙ্কটে উভয় শঙ্কট প্রাণ বাঁচান দুর্ঘট। যুবরাজকে অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ করিতে পারলে অভ্যুদয়ের আশা থাকতো বটে। বিদ্রোহী রাজন্য-

গণ নিষ্কোষ কৃপাণ, তাহারা রণক্ষেত্রে আর কতক্ষণ প্রতীক্ষা কর্‌বে, কখন বা বিউ গেল ফুঁকে, বুক ঠুকে শিবিরে ঢুক্‌বে। (রাজকুমারের নিকটে) ভাই রাওজী! এক্ষণে এক বুদ্ধি এই যে, তুমি গিয়ে প্রতিপক্ষের সৈন্যাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ কর এবং যাহাতে কিছুকাল সমরানল প্রবল না হয়, তাহার যথোচিত অভিসন্ধি করিবা, আমাদিগের আদৌ যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে নাই বল্‌তে কিছুমাত্র নাই, দুই চারি দিন অবকাশ পেলে সাধ্যানুসারে যুদ্ধসজ্জার চেষ্টা পেতাম। উভয় শঙ্কটে রক্ষা পাওয়া উভয় তত্ত্ব বজায় রাখা সহজ ব্যাপার নহে, এ সময়ে কি ভয় বলে অভয় দিতে আর কেহ নাই, এখন ভরসা ভগবান্। আমরা গিয়ে তাপস-কুটীরের অপরাংশে শিবির সন্নিবেশিত করি; তোমরা আক্রমণ কালে ঐ সমুদায় পর্ণকুটীর হইয়া আসিবা; আমি এদিকে ঐ তপস্বীদিগকে বল্‌বো যে, যবনরাজগণ তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়া তোমাদের সর্ব্বস্বান্ত কর্‌বে; যদ্যপি এই আসন্ন বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি চাহ তবে ঐ মৃগয়াভিলাষী রাজার অনুগত হও, তবেই

তাহারা প্রাণের ভয়ে আমাদের শিবির-সন্নি-
বিষ্ট হইবে। আমরা উভয় পক্ষের বল বিক্রম
দলবল বুঝিয়া হয় তো সমরানল জ্বালাইব
নতুবা সন্ধি করা যাইবে।

রাওজী। বহুৎ খুব, খুব মুন্সিগিরিকা ঠেকানা
লাগা, আব্ মহারাজভি বিয়াবানকো হায়রা-
নিছে ফারাগাত্ হোগা আওর্ ওহ্ হুর্
জাহান গোল্ বদনকো খোবিয়ান্ (মেঞ-
বয়ান্ নাকার্ ছাক্তা হেঁ।) দেখ্কার্ দেল্কো
মতলাব ভি পুরা কারে।

[প্রস্থান।]

মালিখ। ওহে উঠ হে! জাগ জাগ, আর রাত্তির
নেইকো প্রভাত হলো; ওই হেমকুট গিরি,
ওই চম্পাপুরী, ইহার মধ্যস্থলে পুনঃ শিবির
সন্নিবেশিত করিতে হবে। ষড়যন্ত্র খাটাইতে
(শুভস্য শীঘ্রং) যত শীঘ্র হয় সেই ভাল;
অপিচ এই অবসরে চম্পাপুরীর কিছু সাহায্য
প্রার্থনা অতি কর্ত্তব্য, অতএব বেহরম খাঁ!
তুমি মহারাজকে রাজকুমারের বিশেষ অনুরোধ
জানাইয়া কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে আন। ভাই
আর ভাবনা কি, পড়েছি তুকানে যা থাকে

কপালে, "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র নচ বিদ্যা ন পৌরুষং," ভেবে মরি কেন।

সখে! ঐ দেখ সেই হেমকূট পর্ব্বত, সেই তাপস-কুটীর, সেই তরুণ তমাল, সেই কেলি-কদম্ব বংশীবট, এখন এই নির্ঝরিণী যমুনার জল ছুঁয়ে সঙ্কেত করুন। বংশীটী তো নেই যে ধ্বনিটী হবে, আর সে ধ্বনিরই বা প্রয়োজন কি? যবন রাজার বন্দুকের হুড়ায় সঙ্গিনের ঘুসায় কখন বা সিঙ্গা ফুকৃতে হয়, তবে রাওজী—ভরসা। আশা তো লতা, তাহার অবলম্বন ক্ষণকাল মাত্র, সমুদ্রে পড়ে তৃণও আশ্রয় করতে হয়, তেমি তার অবলম্বন; এই ক্ষণ বিধিকৃত আশাবলম্বনে উৎসাহশীল হওয়া চাই, হতাশ্বাস হলে আর উদ্যোগ চল্‌বে না, বিপদে পড়ে হতবুদ্ধি হওয়া নির্ব্বোধের কার্য্য, আততায়ীর বহ্বাড়ম্বরে সশঙ্ক হওয়া কাপুরুষতা। কোন কার্য্য সাধনে একবার পরাস্ত হয়ে নিরস্ত থাকা নিকৃষ্টাচরণ; দুই বার পরাস্ত হয়ে নিরুদ্যম হওয়া মধ্যমাচরণ; তিন বার পরাভব হয়েও নিরুৎসাহ না হওয়া উৎকৃষ্ট লোকের স্বধর্ম্ম।

রাজকুমার! এখন প্রাণটা কেমন করে? ঠাণ্ডা হলো? আচ্ছা বলুন্ দেখি, যদি ঐ রূপই ঘটনা হয়; রাওজী সেই মত বন্দোবস্ত কোরে এসে, আমি ঐ রূপ তপস্বীদিগকে বলি, আর তাহারাও আমাদের শিবির নিবিষ্ট হয়, তবে আপনি কি করবেন? (রাজকুমার) কি করবেন কেমন। (সহাস্যে) আহা যেন কিছুই জানেন না, একেবারে সিদ্ধ পুরুষ শুদ্ধেশ্বর, আরে সে-ই যদি সেই, যে তোমার হৃদয় মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী সে এলে— (রাজকুমার) তা হলে আর কি, সে তো আর বর্দ্ধমানে ওলা নয় যে গিলে বোস্‌ব, এখনো তোমার অনভিমত কোন কার্য্য করি নি, তখনো যে রূপ বল্‌বে তাই কর্‌ব। আমিও তাই বলি, যেন আঁকেড়ে ধোরে কাম্‌ড়ে খেও না, "সমুদ্রে দেওয়া কন্যে"।

মেহেরম খাঁ। আপনাকে চন্দ্রাপুরীর পথে রাওজী এই পত্র দিয়া শিবিরে আসিতে আদেশ করেছেন। আমি ফিরে এলাম।

রাওজীর পত্র।

"মস্‌কলে নেস্ত্‌ কে আহ্‌ছান্‌ না সওদ্‌"

আরজ এহি হ্যায়, ইয়া মুসল্‌মান রাজা এরাদা লাড়াইকো চম্পাপুরীকো মহারাজ ছে রাখ্‌তা হ্যায়, আপ্‌ছো কুছ্‌ ছরোকার নাহি, এক হপ্তাকো বাদ আঠহিঁ রোজ আনুগুত্তে কুচ কারেঙ্গে, মগার্‌ রাস্থা ওহি, যে এছা বাত বানাওট্‌ থা, নিপাট্‌ পাক্কা, আপ্‌না আপ্‌না হোসিয়ারিমে টুক্‌ গাফল্‌ না পাড়ে, মওলা কারে মৎলাব্‌ হাছেল হো যায়। তামাম্‌ শোদ।

গোলাম
পাণ্ডুক রাও।

মালিক। ঠিক! মস্‌কেল এমন নেই যে, তাতে আসান না আছে। রাজকুমার! অধুনা এই আশাতীত শুভ সংবাদে অন্তঃকরণের কি প্রকার অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ শান্তি ও শান্তি লাভ হোল, তাহা আপনকারো অননুভবনীয় নহে। কি আশ্চর্য্য! এখনি ভাবছিলাম যত দিন মনরাগ্নি নির্ব্বাণ থাক ততই ভাল, এখনি আবার ভাবছি

যে, যত শীঘ্র রণযাত্রা হয় হউক, কখন্ হবে কখন্ হবে বলে মন উচাটন হোচ্ছে। কেন ভাই তাই বটে কি না? আপনকার মন এখন কেমন কোচ্ছে? সে দিনের সেই ধুকু ধুকু বুঝি লেগেই আছে, বুঝি হৃদয়খান পাষাণখণ্ডবৎ হয়ে গ্যাছে। হায়! প্রেম কি অদ্ভুত পদার্থ। ঐ প্রেম-পয়োধির পাকে পড়লে কাকে পালাবার যো থাকে না, মানুষ অজ্ঞানান্ধ হয়ে খাবি খেয়ে প্রাণ ছাড়ে। প্রণয়ীর স্বভাব দমে হাল্কা হয়, বড় গম্ভীর নহে; তাদের কাছে অসঙ্গত, অযোগ্য, অসম্ভব কিছুই নাই; তাদের অন্তঃকরণ দ্বিধাশূন্য অতিসরল; তারা দাতা, দয়াশীল, স্পষ্টবাদী ও মিষ্টভাষী, অথচ কিছু ক্ষণ-ক্রোধী বটেন। প্রণয়ের অনুরোধ হলে কি কিছু বোধ শোধ থাকে? মন কি প্রবোধ মানে? না আওয়াজ কালাম শুনে? দশেন্দ্রিয় ঐ প্রণয়-সমুদ্রে ডুবে যায়, একেবারে ডুবেই থাকে, কাণে শুনে শুনে না, চোকে দেখে দেখে না, ইত্যাকার—(উচ্চৈঃস্বরে) রাজকুমার! বেদয়ল খাঁ। রাওজীর যে পত্র এনেছে তার মর্ম্ম তাবৎ উপলব্ধ হয়েছেন তো? (রাজকুমার) হয়েছি। তবে কেন তারা ওরূপ হয়ে?

অধুনাপিচ গাত্রোত্থানং কুরু।
প্রাতঃসমীরসেবনং কুরু ॥

প্রভাত।

সোণার থালের মত, নবীন ভানু আগত,
এলো আলো করে কত,
হেমকূট শোভিছে।
জলে, স্থলে, ব্যোমতলে, আনন্দ আলোক জ্বলে
জ্বলে কুসুমের দলে,
তিন লোক লোভিছে॥
নানাবর্ণ জলধরে, কেবা সেই চিত্র করে,
কি বিচিত্র চিত্র করে,
চিত্ত চুরি করিছে।
ফুটেছে বিবিধ ফুল, জুটেছে মধুপ কুল,
হারাবে বলে ব্যাকুল,
মকরন্দ হরিছে॥
শশব্যস্ত মধুপানে, কখন ঝাঁশীর তানে,
পদ্মিনীর কাণে কাণে,
প্রেমালাপ করিছে।

কিরূপ মাধবী লতা, নবনীপ অনুগতা,
স্বামীতে যুবতী যথা,
জড়াইয়া ধরিছে ॥
প্রাভাতিক সমীরণ, নীর সহ করি রণ,
পরাস্ত হয়ে এখন,
ধীরে ধীরে সরিছে।
বসিয়ে তপস্বী সব, করিছে কত উৎসব,
রামারে রামারে রব,
উচ্চৈঃস্বরে করিছে ॥

প্রভাতে।

তপস্বীর গীত।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং,
পূর্ণমনাদিচরাচরগেহং।
দিনকরশিশিরকরাবত্তিযাতঃ,
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ ॥
ভবতি যতো জগতোহস্য বিকাশঃ,
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।

দ্যুমণিকুলোদ্ভবকরুণাসিন্ধুং,
সতাং শিরোমণিমুনিগণবন্ধুং ॥
সততং চিন্তয় রঘুকুল সারং,
ইচ্ছসি যদি ভবসাগরপারং।

মালিখ। তপস্বীদিগের কি উৎকৃষ্ট জীবন! কি সুখেই দিন যাচ্ছে, এক দিনের তরেও দুঃখ কি তা জানে না। আমাদের অবস্থার সহিত তাহাদের তুলনা করিলে আমরা অপেক্ষাকৃত কীট-নির্ব্বিশেষ। আমরা দুর্ল্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করে বিষয়বাসনা-কামিনীকে হৃদয় রূপ সিংহাসনে স্থান দিয়া নিশিদিশি তাহারই কৌতুকামোদে মত্ত থাকি, সদা সুখসমুৎকণ্ঠ চিত্ত হয়ে নিত্য সুখতত্ত্ব বিস্মৃত হই। উঁহাদের জীবন, যৌবন, ধন, মান, ধর্ম্ম, সাধনা নিরবচ্ছিন্ন সেই ভূত-ভাবন ভগবানের উপাসনা মাত্র; উঁহারা ঈশ্বর বিনা দেখে না, শুনে না, ভাবে না, ভাবে না, অহোরাত্র সেই অনাদিরাদীশ্বর অচিন্ত্য পরমেশ্বরারাধনা রূপ কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করে। আমাদের সম্বন্ধে—কিং বক্তব্যং; পাঠক মহাশয় মনে বুঝে ভাবুছেন বটে, কিন্তু ভাবতে গেলে

আমড়া-মুখো। এখন বলবীর্য্যৈশ্বর্য্যাতিশয্যে সেই পরমকারুণিক স্রষ্টা পাতা পরমেশ্বরকে বলেও একবার স্মরণ করি না, যেন বলিবার অবকাশই নাই, সময়ই নাই। কিন্তু তখনকার কি? যখন কেশ পলিত, দন্ত-স্খলিত, বাক্য চলিত এবং চর্ম্ম ললিত হবে, যখন রুধির শীত হবে, কর্ণ বধির হবে, কথা কইতে সামর্থ্য থাকিবে না, এবং উত্থান শক্তি রহিত হবে; সেই শেষের দিন, যখন প্রাণ যাবে, তখন কি আর সেই দয়ার সাগর ভগবান্‌কে আহ্বান করা যাবে, কণ্ঠ না রোধ হইয়া আসিবে, দৃষ্টি হীন ও নাড়ী ক্ষীণ হবে, তখন কেবল দুটি চক্ষের জল বহিয়া প্রাণ বিয়োগ হবে। রাজ-কুমার! তপস্বীদের সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে একবারে যে তাঁদের আর দেশে এসে পড়্‌লেন, আর আগু যাইবার প্রয়োজন নাই, এখান থেকেই বেস্ দেখাচ্ছে। ঐ দেখুন একজন তপস্বী আলা-বালে বারি সেচন কোচ্ছে, একটী শিশু রোদন করে উঠ্‌ল, আবার এই, এ আবার কি এবার দেখ্‌ছি, কে একটী হরিণশাবক ক্রোড়ে লয়ে বাম করে তরুণ তৃণগুচ্ছ ধরিয়া দক্ষিণ করে দুটী একটী তৃণ ভক্ষণ করাচ্ছে; বুঝি এই সেই অসূর্য্যম্পশ্যা-রূপা

কামিনী তাপস-কুমারী, উঃ কি ডাকাত্ মানুষ গো! এ কক্ষণ মানুষ না হবে, মানুষে এরূপ মোহিনী দেক্তে পাইনে, ধন্য ধন্য! তোমায় বিধি বিরলে বসে একায়ন মনে গড়েছিল।

উনি যে দেক্তে পাচ্ছি এদিক্ পানেই আসচ্ছেন, ভাই আমরা এখন কি করি? দেখা যাউক গতিকটা কি।

চমৎকার।

তোমারা কি পক্ষি ধরো? হারীত ওয়ালা!

যুবরাজ।

হাঁ, আমরা হারীত পক্ষী ধরি।

চমৎকার।

গোছাঞিজী! গোছাঞিজী! হাম্ হারী——

যুবরাজ।

না, না, ডাকৃতে হবে না, হারীত আমাদের কাছে নেই এখন, কাল এই বেলা নে আস্‌বো।

চমৎকার।

হা নে আছবে, আর দিন এক জনা মানুখ্ আস্তে চেয়ে আর এনে দিলে কই।

যুবরাজ।

না না আমরা খাঁটি আস্‌বো, পক্ষী না পেলে দোসরা করার দে যাবো।

চমৎকার।

দেখিও।

[সকলের প্রস্থান।

মালিখ। রাজকুমার! এই তো একরূপ হোল, যদি এখন রাওজী আর নূতন রকমের কোন রূপ সন্দেশ না পাঠান তবেই প্রতুল! তাই সুখ, দুঃখ, শোক, তাপ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গী হয়ে আছে, তাহা ভাবিয়া বিফল, তবে বিপদ্ সম্পাদ্ দেখে শুনে চলা উচিত। যে বিধাতা সম্পাদ্ প্রদান করেন, যখন দেখেন যে এই ব্যক্তি সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া পরমার্থ তত্ত্বে নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে, অন্তরে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠা বৃত্তির আবির্ভাব নাই, তখন তিনিই মহা বিঘ্নরূপ গভীর সমুদ্রে তাহাকে পতিত করেন। ভাবী দুর্ঘটনার পূর্ব্বক্ষণে উপায় অবলম্বন করা যুক্তি সিদ্ধ। সম্প্রতি যে পথের পান্থ হইয়াছেন, যে কঠোর তপস্যা ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, সে সামান্য কথা নহে।

এই বিকট সঙ্কুল গিরিশঙ্কটের অশ্ব-শ্রম, এই

প্রভাকর কর তপ্ত বালুকাময় মরু ভূমির উত্তপ্ত বাতাহতি, এইরূপ অনিদ্রা, নিরাহার, আর অনিবার সেই একমাত্র চিন্তাতে কিরূপে শরীর রক্ষা পাইবে? ঐ প্রখর রবির খর করে কি এই রাজশরীর এই বটবিটপীর ছায়াতে রক্ষিত হবে? সুরঙ্গ-গামী কুরঙ্গ-কদম্বে বাণ বিদ্ধ করিয়া ঘনবিগুম্ফিত বিদ্যুদুদ্যোত সন্দর্শনে ময়ূর ময়ূরী জলধরের অব্যবহিত আগমন প্রতীক্ষায় নৃত্য করিছে দেখিয়া, এবং ঐ অদূরবর্ত্তী নগকক্ষে লহরী লীলা বিশিষ্ট নিঝ'রিণীর সুদৃশ্য দর্শনে কি আপনকার মনের সেই ঢেউ থামিবে; কখন না। আপনি রাজচক্রবর্ত্তী হয়ে ভস্ম মাস্কে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞ হয়ে বয়ে যাচ্ছেন, তাই চোকে সহ্য পায় না বোলে মনের ব্যগ্রতায় দুটো বুঝিয়ে বলি, এই তো রাত্রি প্রভাত হলেই নিষাদরূপী হতে হবে, না জানি আর কত কর্ম্মভোগ ভুগ্‌তে হবে, শেষকালে কৌপীন কমণ্ডলু সার করেই বা দেশে যেতে হয়। শাস্ত্রের লিখন——“অদাতা বংশদোষেণ কর্ম্মদোষাৎ দরিদ্রতা।”

যুবরাজ। সখা হে! সেই তো, ললাট লিখন অবশ্যম্ভাবী, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। তোমার

কথায় কি হতে পারে; তোমার ও সমুদায় ভস্মে হবিপ্রদান; আমার কিছুতেই কিছু হবে না, মনে প্রবোধ মানবে না। সখে! আমি ডুবিলাম, হান্ কি? মজেছি, মজেছি; বয়ে গেলাম, বিলক্ষণ; তুমি কেন অনর্থক বকে ঝকে মরো।

"নাকর্ণয়তি সুহৃদুপদেশং ৯। কালকার কি হবে তাই বল, হারীত অন্বেষণে পাঠাও ও বন-প্রান্তে নিষাদপতির আশ্রমে বহুবিধ বহুসংখ্যক পালিত হারীতআছে; এনে দাও, দয়া কর, চল যাই। এই বান্ধববিহীন দেশে তুমি বই আর বন্ধু নাই, এ সময়ে তুমিই আমার একমাত্র মহাবল। আমার সেই ললনা-বিলাসাভিলাষ দুরভিসন্ধি কৃচ্ছ্রসাধ্য বটে, তাই কি করি, মনে মানে না। পূর্ব্বকালে পাণ্ডু নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন, রূপ যৌবন সম্পন্না মাত্রী নাম্নী তাঁহার দয়িতা ছিল। তিনি একদা অরণ্য মধ্যে মৃগান্বেষণ করিতে করিতে দৈবাৎ মৃগীতে আসক্ত এক মৃগ নষ্ট করিয়া ছিলেন, তদপরাধে স্বস্ত্রী সম্ভোগ কালীন তাঁহার সেই দশাগ্রস্ত হোতে হবে, এইরূপ শাপাক্ত হইলেন; তৎসত্ত্বেও এক দিন তিনি অধৈর্য্য হইয়া আপন

বনিতা-বিলাস-সুখ সম্ভোগ করতঃ গতপ্রাণ হইয়াছেন। সখে! “নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।”

আলিখ। (স্বগত) আরে সুখ, একটী সামান্য বিগ্রহ নহেন, এঁর কাছে সুধু ফুল তুলসীর কর্ম্ম নয়, পেটে খাইবার কিছু চাই!” (প্রকাশ্যে) রাজকুমার! আপনকার তো ঐ একাগ্র অনুধাবন, এক মন, অন্য কথায়, কথার কথায় রাগ ধরে, আমি আবার কি বোলে আপনা হোতে আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত কোর্‌বো, সঙ্গে এসে কি ঝকমারি কোরেছি, অকস্মাৎ বহুকালীন বন্ধু জনের বাক্য অবহেলন করা ও নিরপরাধা স্বপত্নী পরিত্যাগ করত সহসা এক অজ্ঞাতকুলশীলা স্ত্রী গ্রহণ করা, এবং কোন রূপ অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া এক কার্য্যে লিপ্ত হওয়া বড় অমঙ্গলের কথা। কোন এক দেশে এক রাজা ছিলেন। একদা মৃগয়াভিলাষে এক নির্জ্জন কানন মধ্যে যাইয়া দেখিলেন, অতি সুন্দরী নবযৌবনা এক হীন জাতীয় বালা পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছে; তৎকালে সেই বৃদ্ধ রাজা তাহার রূপে বিমল

হওত অসহায়া যুবতীকে ধরিবার উপক্রম করিলেন। তখন সেই সুচতুরা বাল্যাবস্থা-সুলভ লজ্জিতা হইয়াও ঈষৎ বক্র বিলোকনে কহিল;
"আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্‌গুণাঃ ব্যবসায়াশ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ॥
মহারাজ! আপনি রাজা, আপনকার যে ভোগিনী এই হতভাগিনী হইবে সে আমার বড় ভাগ্যের কথা, কিন্তু তবেই আমি সহবর্ত্তিনী হই, যদি আপনি অন্যান্য স্ত্রীতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাতেই অনুরক্ত থাকেন। রাজা বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত শিথিলেন্দ্রিয় হইয়াও অমনি তটস্থ হইয়া অস্তব্যস্তে, তথাস্তু বলিয়া তৎসহকারে রাজধানীতে আসিয়া পূর্ব্বতন রাজ্ঞীকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া তাহাতে নিরন্তর অনুরক্ত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিলেন। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী"। রাজার এইরূপ কদর্য্য ব্যবহারে রাজপরিবারস্থ যাবতীয় লোক নিরতিশয় ব্যথিত হইল এবং পাটরাণী আপন হৃদয়ে অধীরা হইয়া নিরন্তর কাঁদ কহিতেন; নাথ! এ তোমার উপযুক্ত কার্য্য করা হয় নাই, সিংহের

ক্রোড়ে কি শৃগালী শোভা পায়? ক্ষুদ্র ব্যক্তি পদস্থ হইলে তাহার কুবুদ্ধির ভাগই অতিরিক্ত হয়, তৎকর্তৃক অপার অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে; আমি সপত্নী-বাদ সাধিয়া কহি না, ভাবিয়া দেখ, কাজ ভাল হয় নাই।

এইরূপে দিন যাইতেছে। রমণী রাজসেব্যা হইয়া, নানাবিধ অপূর্ব্ব রাজভোগ ও গন্ধমাল্যানুলেপনেও রাজার স্থবিরত্ব বশতঃ সতত অন্যমনা ও বিষণ্ণা থাকিত। কিয়ৎ কালান্তে ঐ রাজার এক যুবা বীর পুরুষকে দেখিতে পাইয়া মনোবিকারে বিহ্বলা হইয়া আপন মনোরথ পূর্ণ হেতু দূতীর দ্বারা তাহার সহিত পরামর্শ ধার্য্য করিল। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবো ন জানাতি কুতো মনুষ্যঃ"। একদা নিশিতে নিশীথে যখন পক্ষীটিও চৈতন্য ছিল না, ঐ কামিনী বহুমূল্য রত্নাদি সংগ্রহ করত তীক্ষ্ণধার খড়্গ প্রহারে নিদ্রিত রাজার শিরশ্ছেদ করিয়া সঙ্কেত স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। যশস্বী বীরপুরুষ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগতি করিয়া কহিল; রে পাপীয়সি! তোর অসাধ্য কি আছে, তুই রাজপতিঘাতিনী, তুই আমার রাজাকে অবলীলা-

ক্রমে বধ করিলি, কখন্ আবার আমাকে সংহার করিবি, অতএব নিকটে আইস এই অবধি তোমার জীবনের পর্য্যন্ত করি, ইহা কহিতে কহিতে তরবারির এক চোটে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিল। ভাই! তুমি সুচতুর সুবুদ্ধি—, ভুতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।

প্রেমের দায় বড় ভয়ানক। যেরূপ আরাধনা করিয়া দেব ঋণ হতে, যজ্ঞ করিয়া ঋষি ঋণ হতে, এবং পুত্র জন্মাইয়া পিতৃ ঋণ হতে নিষ্কৃতি হয়, সেই রূপ প্রণয় দেবীর সম্মুখে জীবন বলি দান দিয়ে পরিত্রাণ হতে হয়। প্রেম সাগরে অনন্ত আপদ্।

প্রেম সরোবর।

কিবা মনোহর প্রেম সরোবর নির্ম্মল তার জল।
তায় [illegible] পবন চৌদিকে তার বেগে বহে অবিরল॥
কূল পানিফলকাঁটায়ে [illegible] সলিল বেড়িয়া আছে।
[illegible] পাছে॥

কলঙ্কের কাদা লাগে সদা গায় ছাড়ান কঠিন কাজ।
তায় বাড়বানল গুরুগঞ্জনা শুক্তিকণা লোকলাজ॥
দুঃখের মকর ফিরে নিরন্তর সুখের মীন সেথায়।
কলুষ কুম্ভীর অবশেষে গ্রাসে যমকেটে প্রাণ যায়॥

যুবরাজ। সখে! কথায় কথায় নিশাবসান হোলো চল যাই। তটিনীর তীরে যামিনীর বিরহ বিধুরা চক্রবাকী কোক, রব কোচ্ছে, যেন নিজ কান্তকে কহিছে, কেন নাথ তোমায় এখনো দেখি না, প্রাতে নিশ্চয়ই আসিবে বোলে জীবন ধারণ করে আছি।

সুহৃজ্জনানাং বিরহাগ্নিদীপনং
সহেত নিশ্বাসবলেন কেবলম্।
প্রগে বিনির্ণীতরতিপ্রিয়াগমং
ন চক্রবাকী বিজহাতি জীবনম্॥

(কুসুম বনে উপনীত)

এই যে পুষ্পাধার করে লয়ে এলো যেন প্রাতর-রুণ উদয় হলো কুসুম চয়ন কর্তে কর্তে এদিকেই আসবে। পুষ্প লোভী অলিকুল তাপসপুত্রীর অঙ্গসৌরভে কুল ছাড়িয়া বেড়িয়া

ধরিল। মালতী লতা জালে হাত জড়াইয়া ধর্‌ছে কন্টকে অঞ্চলাকর্ষণ কোচ্ছে। আবার ত্বরিত গমনে তরুলতা লতা বল্লীরা নিশির ভ্রষ্ট শিশির পতন ছলে অশ্রুপাত কোচ্ছে, যুথবদ্ধ হরিণগণে নাচিতে নাচিতে আস্‌ছিল কোথায় কেনই বা পলায়ন-পরায়ণ হলো; দিনমণি কি ভেবে কি ভয়ে এখনো গগনে উদয় হোচ্চে না। হায় কি হলো! সব এলো মেলো হয়ে পড়ল বয়স্য! আমি আর—এই শৈবালময় শিলাতলে ক্ষণ কাল বিশ্রাম করি।

(ধরায় শয়ন)

চমৎকার।

পস্থ ছেঁকা হুয়া বেহোস কত্তন পাড়া হ্যায় মুদা তো নাহি ?

মালিখ।

মরে নাই বেঁচেই আছে, এখনি রসভড়কা লেগে অধৈর্য্য হয়েছে।

চমৎকার।

রছভড়কা কি ?

মালিখ।

জেয়েদা রসের জ্বরে ঐ রূপ সংজ্ঞা শূন্য হয়ে

পড়ে, আবার চোকে মুখে ঠাণ্ডা জল দিলে, ফুলের গন্ধ পেলে আরোগ্য হয়। তোমরা যদি চাট্টি ফুল আর একটুকি জল দিতে, মুক্ত কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ কর্‌তাম।

চমৎকার।

এই তো ভর ডারা ফুল আচে; নওরাঙ্গী! হালি পাণি লাকে ইন্‌কো আঁখ্‌মো ছের্কা দেও, ইয়া মানুখ রছ রগ্‌ড়া লাগা হুয়া মর্‌ণে চাহতা হ্যায়।

নওরাঙ্গী।

মর্‌ণে চাহতা হ্যায়, প্রাণ তো হাইয়ে নাহি, পাণিকা ঝাট্‌কারা কওন কাম আওয়ে গা, দেখতো ছাহি, মুখড়া কালচুল্‌ পরচ্ছায়ে লিয়ে, ঘুমন্ত্‌ বাদর ঝাঁপা হুয়া বেহোস, বেদম, ছুন্ন পাড়া হ্যায়, মিমোড় ছিঁকুড়কে চার্‌ ডিবিয়া বরাবর বানা রাখ্‌ছোড়া।

চমৎকার।

তোমারি বাত্‌ তো নাহি জেইছে কে মিছিরি-কো টুক্‌ড়া। দেল চাঙ্গা তো কাঠওতি গঙ্গা। তুম্‌ খামখা ঘাবড়াতে হো কেঁও, মকান তো বড়ি দূর নাহি, টুক্‌ চাল্‌ নেমোকেয়া তোমারি

কালেজা কাঁহড়া যাতা হ্যায়। আজাব্ আদ্মি হো, ধন্ তুম্!!!

যাও, জাল্দি লওট্ না।

মালিখ।

ফুল জল না হলেও ভাল হবে এখন। তোম্‌রা কি সকল সময়েই এই কুসুম কাননের কুসুম চয়ন কর? তোমার নামটী বল্‌বে কি?

চমৎকার।

(অন্য দিক্ চেয়ে) নাম কো কওন্ ঠিকানা, চমৎকারে। (যুবরাজ অমনি উঠিয়ে) মৃত দেহে হোল এই জীবন সঞ্চার। আরে মোরি কপার! ইতো কাল্‌কো হারীত ওয়ালা; পঞ্ছি পাক্‌ড়ে হো?

যুবরাজ।

——ফাটে মল্লার গাওয়ে। ভাই আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে আমি পঞ্ছি ধর্‌বো, দেখ কি দশায় আমার দিন পাত হোচ্চে, আমার বহনাধিক বোঝা দিয়েছ, আমি আর বইতে পারি না, ধর এই কুসুমাঙ্কিত পত্রটা পড়।

[পত্র প্রদান।

পশ্যসি স্মিতমুখি রহসি কিমর্থং।
ত্বদধরসুধয়া রক্ষ মে জীবনম্ ॥

নওরাঙ্গীর প্রতি।

মালিখ। তুমি বুঝি তাপস-কুমারীর সহচরী; তোমায় একটী প্রার্থনা জানাই এই যে, উনি-আমাদের রাজকুমার, আজ্ কদিন হলো বন-বিহারে এসেছেন; অকস্মাৎ কি হলো কি জানি, কে যাদুই করিল, কি মন্ত্র মারিল, মাঝে মাঝে চমৎকার!! মুখে আর কথা নাই, আমরা শুদ্ধ অবাক্ হয়ে আছি।

নওরাঙ্গী। তুম্ বাড়ে ছিয়ানা। কেঁও ছল্ কার্তে হো, খোলাছা কাহনেমে ডার্ কেয়া কহোতো ছাহি, ফের্ কেয়া, কহোগে, হঁা, হাম্ ছামঝ গেয়া, পর্ ব্রহুত্ ছা কাঠিন কাম, আছমান মে নৌবাত খানা। হাক্ নাহাক্ ইয়া জঞ্জালমো ফাঁছনা উন্‌কো একীন না মনাছব্, রাম জানে; উয়া লড়কীকি কিমত অন্‌মোল হ্যায়। আওর গোঁ:-ছাঞিকো টুক্ মালুম্ হো জাওয়েতো তোমারো রাজা আও পরজা এক লাহজামে বাতমো ছাব্ ভাছম্ কার্ দে গা। আচ্ছা তোমারা কাহ্‌না হাম মান্ লিয়া, ভালা দেখা যাগা।

নওরাঙ্গী কুটীরে গিয়ে দেখিল, চমৎকার যে

রূপ প্রতিদিন নৈমিত্তিক কার্য্য সমাপনান্তর ধর্ম্ম গ্রন্থাদি সমালোচনা করিয়া থাকিত, সে দিন আর সে ভাব নাই; মুখচাঁদ ম্লান, মলিন মনের দুঃখেতে, সুখ নাই অন্তর উদ্বিগ্ন, চিত্ত অব্যবস্থিত, প্রাণ আকুল। দায়ে ঠেকে কর্ম্মানুরোধে শরীরটা অমনি হেলিয়ে দুলিয়ে মনের ভাব লুকায়ে রাখ্‌ছে, রাখ্‌ছে বটে তাকি রাখা যায়, মন কাঁদলে মুখেই দেখায়।

একবার তপস্বী উত্তরীয় বাস চাহিলেন, সেই সরলা বালা নবীন প্রেম ভরে বিহ্বলা হয়ে আছে, কমণ্ডলু লয়ে সম্মুখে রাখিলেন। তখন তপস্বী রোষরক্তেক্ষণে, "কেযা চমৎকার বহির ভায়ো?" আবার এক সময় হরিণ শিশুর গাত্র কণ্ডূয়ন কোচ্ছিল, হরিণ শিশু উঠিয়া স্থানান্তরিত হয়েছে, চমৎকার সুধুই হাত নাড়্‌ছে। এ ভাব না হবে কেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা কার্য্য তার দোষ কি।

উত্তমে-নোত্তমানাং হি অধমেনাধমস্য চ।
মেলনং যাতি সর্ব্বত্র নান্যথা দৃশ্যতে কদা।

নওরাঙ্গী এক নিভৃত স্থানে তাপসবালাকে কহিল, মায়ি! তোমায় যে গাছের পাতে ফুল

দিয়ে কি লিখে দিয়েছে, সেই কুসুম বনে, সেই হারীতওয়ালা, জান্‌লে, সে তাহা নহে রাজকুমার, তোমার জন্যে দীন ভাবে নিশি দিন অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ কোচ্ছে। তাহার আহার নিদ্রা বর্জ্জিতহয়েছে, প্রাণ সংশয় ; মায়ি! মনের কথা খুলে বল, আর বিলম্ব সবে না সে সারা হলো, আমার হাত ধরে কত করে বলে কয়ে দিয়েছে। তখন চমৎকার, ভগওয়ান্ জানে, আমি কিছুই জানি না, রাম দোহাই, আমায় এই পত্রটা দিয়েছে মাত্র।

সহচরী কহিল ধনি! এ কিছু কুলোভ দিয়ে বালক ভুলান নয়, যাহাতে তোমার মন প্রসন্ন থাকে, তাই আমাদের প্রার্থনীয়, তুমিও পরিণাম ভেবে দেখ, পাছে হরি-নামই রয়ে যায়। আমি বলি, আমরা দুজনাতে কাল যখন পঞ্চতপার মন্দিরে প্রদীপ দিয়ে আস্‌বো সেই বেলা রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌লে কেমন হয়, তাই হবে বৈকি তবে আমি চল্লেম। এই রূপ কহিতে কহিতে সে অতি তূর্ণিত গমনে রাজ শিবিরে উপনীত হয়ে রাজ সখা মালিখের নিকট বলিল "কল্য সায়ং কালে রাজকুমারকে পঞ্চতপার

মন্দিরের অনতিদূর নির্ঝরিণীর উপকূলে তরু তলে থাক্তে হবে, সেখানে নিশ্চয়ই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।”——

রাগিণী..... ... .খট্ ভৈরবী।
তাল .... আড় খেম্‌টা।

তোরা আয় প্রেম—সরোবরে,
নাইতে যাবি আয়।
সমীর মিহির নীর তীর, তুল্য নারীর দিন যায়॥
প্রেম তরঙ্গেরই ধর্ম্ম, বিচ্ছেদ মর্ম্মচ্ছেদি কর্ম্ম,
নাহিজ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম, শেষে ঝাঁপ দিয়ে হারায়
কিরূপ রূপেরই সঙ্গ, আলোক প্রিয় পতঙ্গ,
দীপে দগ্ধ করি অঙ্গ, সে যে ভূলোকে সেথায়॥
কেন রে মানস ভৃঙ্গ, কর কু কুসুমে রঙ্গ,
না উড়িতে প্রাণ বিহঙ্গ, এবে ভঙ্গ দে খেলায়।

তৃতীয় অভিনয়।

শিবিরে।

যুবরাজ। সখে! যাঁহার ইচ্ছাতে সমুদ্র স্থল এবং স্থল সমুদ্র ও তৃণ পর্ব্বত ও পর্ব্বততৃণ এবং অগ্নি জল ও জল অগ্নি হয়; যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তা, সেই সর্ব্বব্যাপী দর্পহারী জগদীশ্বরের দয়ায় কিই না হতে পারে, দেখ তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কি এই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটন হত। বয়স্য মালিখ! আমি এতক্ষণে প্রাণ পেলাম, এত দিনে আমি সাধনাসিদ্ধ ও পূর্ণ-কাম হলেম। হায় কতক্ষণে এই শর্ব্বরী তিরোহিত হবে, সারা দিন যাবে তবে তার দর্শন পাব। প্রিয় সখে! এখন একবার সেই সুধাংশু-বদনীকে স্মরণ কোরে সুখানুভব করি।——

কিবা মোহিনীর অঙ্গের বাঁদ।
মদন সদন বদন চাঁদ॥

ভ্রূযুগ মুরতি সুরত ফঁাদ।
লোচন লোকন মোহন ছাঁদ॥
তরুণ অরুণ অধর কাঁতি।
কুন্দ বিনিন্দিত দশন পাঁতি॥
শুক চঞ্চু জিনি নাসা আভাস।
দীর্ঘল চাঁচর চিকুর পাশ॥
রুচির চিবুক মধুর গ্রীম।
বিধির বিবিধ শকতি সীম॥
কনক কোক পয়োধর দ্বয়।
ঈষদুন্নত পীনোন্নত নয়॥
ক্ষীণ মাঝ খান নিতম্ব গুরু।
মন্মথ নাশ সে মোহিনী উরু॥
ত্রিবলী ত্রিবেণী বিচিত্র গতি।
নাভি সুগভীর ———

(নিস্তব্ধ)

———

মালিক। কেন স্তব্ধ হলেন যে? রাজকুমার! এ দোষে যে আপনি একাকী দূষণায়, এমত নহে। আদিম নিবাসী সম্রাট্ রাজাদেরও ভয়ানক বিভ্রাট্ হয়ে গেছে। ইদানীন্তন অর্ব্বাচীন রাজাদের অধঃপাতে যাওয়া ও রাজলক্ষ্মী বিনাশ হওয়া কি বড় একটা কথা? এখনকার মৃত্যু আর আশ্চর্য্য কি, বেঁচে থাকাই আশ্চর্য্য।

ভাই! রমণী কার মন বিকৃত করিতে অসমর্থ? কিনি এমন সিদ্ধ পুরুষ বটেন, তাহা যথার্থ। স্ত্রী অবলা বটে, কিন্তু অতি প্রবলা; যে প্রকার দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, সুরলোক প্রভৃতি আছে, সেইরূপ তাহার মধ্যে এক লোক স্ত্রী-লোক; সে কি সামান্য কথা, নিশ্বাসে অশ্বথ উড়ে যায়, পদাঘাতে পাহাড় টসে, মুখের অমৃত বিষ, কটাক্ষে মানুষ মারে। আরো মধু আছে;

"নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥"

সূর্য্যবংশীয় মহানুভব দশরথ রাজা স্ত্রীতে বিশ্বাস করে প্রতিশ্রুত হয়ে নির্দ্দয়-হৃদয় কৈকেয়ী স্ত্রীর যাচ্ঞাতে বিড়ম্বিত হয়ে সৃষ্টি-রঞ্জন লোকাভিরাম শ্রীরামকে বনপ্রস্থাপন

করিয়া সেই ত্রৈলোক্যনাথ রাম-শোকে প্রাণ হারাইয়াছেন।

যুবরাজ। সেকি সেই জন্যে? সে যে অন্ধমুনির শাপে।

মালিখ। হাঁ, সেই রাজা অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন, সেই জন্যই এইরূপ ঘটে ছিল। স্ত্রৈণ স্বভাব বা স্ত্রীতে অত্যাসক্তি দোষের ন্যায় অবিরত মৃগয়া, মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া ও পরদার; পরহিংসা, পরধনাপহরণ এবং পরপরিবাদ প্রভৃতি ত্যজ্য। অনন্তর রঘুকুলতিলক রাম রাজা মায়াবী মারীচ কুরঙ্গের অনুসরণ করিয়া সীতা হারা হয়ে কত প্রকার ভোগ ভুগ্‌লেন এখনো মনে হোলে মন প্রাণ আকুল হয়ে পড়ে; ভূমিসুতার শোক সোণার সীতাতেও গেল না। দ্বিতীয় বার অগ্নি পরীক্ষা কালে জনকনন্দিনী প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, রাম ভার্য্যা শোক সম্বরণে অসমর্থ হয়ে অচিরে তাঁহার অনুসরণ কর্‌লেন।

(স্বগত) এই সময় দ্যূতক্রীড়া প্রসঙ্গে রাজকুমারকে নলোপাখ্যানটা শুনিয়ে দি, নল দময়ন্তীর প্রস্তাব শুন্‌লে না কি শনির দৃষ্টি ছাড়ে। (প্রকাশ্যে) ভায়া! অত্যন্ত দ্যূত-

শ্রীভারত নল রাজার বৃত্তান্তটা একবার অবধান করুন।—

নলোপাখ্যান।

বিদর্ভ নগরাধিপতি ভীমসেনের কন্যা দময়ন্তী যেমন রূপবতী ছিলেন তেমনি গুণবতী ছিলেন, স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহার রূপ গুণের সৌরভ দেশ দেশান্তরে প্রসিদ্ধ হইল।

নিষধ দেশস্থ নলরাজা দময়ন্তী অভিলাষী হয়ে স্বর্ণপক্ষ যুক্ত এক মনোহর হংসকে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় হংসের ঘটকালিতেই কাজ চুকে গেল।

নলরাজা স্বয়ম্বর সভায় উপবিষ্ট হয়ে দেখ্‌লেন, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ টরুণ কত কি এসে আছেন, তার সাকিম নেইকো। রাজবালা যেন সাক্ষাৎ দশভুজা। শুদ্ধমতি নল ভূপতি নিমেষশূন্য নয়নে সেই ললনা রত্নের রূপ লাবণ্য পেটভরে নিরীক্ষণ কর্‌লেন। সাধ্বী দময়ন্তী ইন্দ্রাদিদেবগণে তুচ্ছ করে নলরাজার গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন।

এইরূপে স্বয়ম্বর সমাধান হয়ে গেল। কিয়দ্দিনানন্তর নলের পাশা খেলা বাই উঠ্‌ল, ভাই! সেই বুঝি শনি লাগ্‌ল; শনি তোর বালাই লঁয়ে মরি, তোর বলি হারি যাই; যাকে ধর তাহার সর্ব্বনাশ কর।

নলরাজা কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পরিশেষে বন গমনে বাধ্য হইলেন। পতিব্রতা রাজমহিষী স্বামীর অনুগামিনী হয়ে বন ফল সঞ্চয়নে জীবন ধারণ করিতে লাগ্‌লেন। এক দিন কনক পক্ষ বিশিষ্ট একটী সুদৃশ্য বিহঙ্গম দর্শনে তাহাকে ধরিবার বাসনায় পরিধেয় অম্বর তাহার গাত্রে নিক্ষেপ কর্‌লেন; কপাল বামে হেলেছে, পক্ষী বস্ত্র সহ শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হলো, রাজাও শূন্যমার্গে চাহিয়ে রইলেন; কহিলেন, প্রেয়সি? আর প্রতুল নাই, দেখ্‌লে, বস্ত্রখানিও গেল, এখন কি কর্‌ব, বিধির কি বিড়ম্বনা, কান্তে! তোমার এখন আর আমার সহবাস একান্ত অসঙ্গত, তুমি তোমার পিত্রালয়ে প্রস্থান কর, পাছে তোমার হারাই, আমার জন্য তোমার এ সময়ে এ অরণ্যে রোদন, অরণ্যে রোদন; যদি

নিয়তি ক্রমে আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় তবে পুনর্ব্বার দেখা হইবে।

তখন দময়ন্তী, নাথ! আপনি এরূপ নিদারুণ কথা কয়ে কেন হতভাগিনীর মরমে ব্যথা দিচ্ছেন, আপনকার বিহনে আমি কোথায় সুখী হইব, প্রাণবল্লভ! আমায় ত্যাগ করিবেন না, আমার অভাবে আপনিও নানা রূপ কষ্ট পাইবেন। এই আমার বস্ত্রার্দ্ধ ভাগ পরিধান করুন। এই রূপে উভয়ে এক বস্ত্র পরিধান করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। একদা দময়ন্তী নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন, রাজা ভাবিলেন যে, নারী সঙ্গে বনে বনে পরিভ্রমণ করা মহা বিপদ্, যদ্যপি কোন রূপে ইহাকে ত্যাগ করি তবে অবশ্যই পিতৃ ভবনে গিয়ে এই বন কষ্ট ও অধ্বশ্রম হইতে মুক্তি পাবে; এই চিন্তা করিতে করিতে রাজা বস্ত্রার্দ্ধ ভাগ ছিন্ন করত আপনি পরিধান করিলেন, অপরার্দ্ধ সহধর্ম্মিণীর অঙ্গে রেখে গমনোন্মুখ হইলেন, কিন্তু পদনিক্ষেপ করিতেই প্রাণ আকুল হয়ে পড়্ল; রোদন বদনে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি নিদ্রায় অচেতন রইলে, কিছুই জানিলে না, আজ্ তোমার

সর্ব্বনাশ হইল আমারও হোল, ত্বদীয় সহবাস-সুখে রাজ্য নাশেও দুঃখের মুখ দেখি নাই; প্রিয়-তমে! নিদ্রায় মরিয়া থাক্‌লে, আমি পাষাণ হৃদয়ে তোমায় ছাড়িয়ে, বুঝি জন্মের মত ছাড়িয়ে চল্লেম। হায় রে অদৃষ্ট! এমন কি অদৃষ্ট করেছি যে, এই গহন কাননে অবলা বালাকে বাঘের মুখে দিয়ে আবার পাইব, হা প্রাণ-ময়ি! তুমি কি মরণের আর অবসর পাইয়া ছিলে না, তোমার নবনীত সদৃশ তনু কি বনের হিংস্র জন্তুগণের খরধারদশনশায়ী হইবে। হায়! হায়! রে বিদগ্ধ বিধে! এই করিলি, তোমার মনে কি ইহাই ছিল, আমি নিষধ-পতি হয়ে পথের ভিকারী হলেম, জীবনের অধিক প্রিয় প্রিয়তমায় ভার জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে হইল! অরে অকরুণ মৃত্যু! কেন আমার মরণ হোলোনা। প্রিয়ার গলদেশ বহিয়ে স্বচ্ছ মতির ন্যায় কি গড়িয়া পড়িল, আহা নিদ্রাবেশেই কি রোদন কোচ্ছে, না, বুঝি চিবুক বহিয়ে ঘর্ম্মবিন্দু বিগলিত হল। হেবনদেবগণ! এই অসহায়া কামিনীর প্রতি দৃষ্টি রাখিও, আমি পাষাণে পরাণ বেন্ধে ইহায় অনাথা করে চলিলাম;

ইহা কহিতে কহিতে, দয়া, ধর্ম্ম, মায়া, মমতা ত্যাগ করতঃ নলরাজ উন্মত্তের ন্যায় নিবিড় কাননাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

নলের বিলাপ।

নিদ্রাগত রৈলে প্রিয়ে একাকিনী কাননে।
কি মনে এখানে রেখে যাই আমি কেমনে॥
ভাল ছিল তব গ্রীবা কাটিতে এ কৃপাণে।
কেন বা না মরিলাম পড়ে এই পাষাণে॥
প্রাণে বা সহিবে কত মানবী তো বটে লো।
নিরুপমা বলে লোকে অমানুষ রটে লো॥

সোণার প্রতিমা রৈল ধরাতলে পড়িয়ে।
এলাইয়ে কেশ পাশ দুটী আঁখি মুদিয়ে॥
আধ খান বাস পরে পথে যাবে কেমনে।
অনাহারে জীবন হারাবে এই কাননে॥
এখনো রহিলে ঘুমে হয়ে অভিভূত লো।
বিদায় হইল নল জনমের মত লো॥

চলরে চরণ এবে এই পথ ধরিয়ে।
আর শুভ নাই প্রাণ যাবে প্রিয়া ভাবিয়ে ॥
কেন রে প্রেমের রজ্জু পিছু ধর টানিয়া।
চাহিব না পিছুপানে যায় হৃদ ফাটিয়া ॥
হইবে যখন নিশি রহিবে কোথায় রে।
কি দশা হইবে তব হায় হায় হায় রে ॥

আমার মাথার দিব্য সত্য করি বল না।
নলের বিরহানলে যেন পুড়ে মরো না ॥
দয়ার সাগর ভগবান্ দয়া করিলে।
আবার হইবে দেখা সুখ সূর্য্য উঠিলে ॥
কিবা সরোজিনী জিনি মুখ খানি হায় রে।
মন প্রাণ কেঁদে উঠে হেরিলে তোমার রে ॥

এথায় দময়ন্তী জাগরিত হয়ে দেখিলেন, স্বামী নিকটে নাই, কেহ প্রাণে নষ্ট করিল, কি কোন স্থানে ফলান্বেষণে গেলেন, কিছুই নিশ্চয় হইল না ; পরে ছিন্নাঞ্চল দর্শনেই চক্ষুঃস্থির, ও শিরে কর প্রহার পূর্ব্বক চমকিয়া উঠিলেন যে, নাথ ছাড়িয়ে গেছে, হায় আমার কি হলো, এখন

কোথা যাব, প্রাণেশ্বর! কি করলে? কোন্ পরাণে আমায় একাকিনী এই মহারণ্যে রাখিয়া কোথায় গেলে, হৃদয়ে কি দয়া নাই; আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে, তাহার এই দণ্ডবিধান করিলেন, কিছুই না, নাথ! তোমার দোষ নাই, আমার কপালের ফের। প্রাণবল্লভ! যদি ছলনা করে কোন স্থানে লুকাইয়া থাক তবে আর বিলম্ব করনা এসে দেখা দিয়ে রক্ষা কর।

দময়ন্তীর বিলাপ।

কোন্ পথে গেলে নাথ অনাথিনী করে।
কার সঙ্গে যাই আমি কোন্ পথ ধরে॥
কোন্ বনে কার সনে করিলে গমন।
কাকে সুধাইব বল হৃদয়রঞ্জন॥
ওহে তরুবর ধরি চরণে তোমার।
দেখেছ কি এই পথে প্রাণেশ আমার॥
মদন মোহন রূপ কান্দে অবিরত।
আধখান বাস পরা পাগলের মত॥

পবন প্রহারে শাখা কাঁপে থর হরি।
মনে ভাবে না, না, বলে হাত বের করি॥
বল রে বায়স উড়ে যাও কোন দেশে।
দেখা হলে বলো বলো আমার প্রাণেশে॥
মরে নাই বেঁচে আছে সে চিরদুখিনী।
ভ্রমিতেছে কাননে কাননে একাকিনী॥
জান কি আমার সেই প্রাণেশ কি মত।
আধখান বাস পরা পাগলের মত॥

রে পবন কোন্ দিকে করিছ গমন।
শুনে যাও দুট দুঃখিনীর নিবেদন॥
আমার হৃদয়কান্ত নিদয় আমারে।
ফেলাইয়ে গেছে এই বিজন কান্তারে॥
তরুতে লতার প্রায় ছিনু গলা ধরে।
ডাকাতি করিল ঘুম সে দিন দুপোরে॥
আমার সমান সেও ভ্রমে অবিরত।
আধ খান বাস পরা পাগলের মত॥

কেন রে কুসুম ফুল ফুটিলি কি বোলে।

আর কি সুধাবে কান্ত কাঙ্গালিনী বলে ॥
আর কি দুখের মেঘ হইবেক জল।
আর কি সুখের রবি হইবে উজ্জ্বল ॥
ভ্রমি কাটি দিবা-নিশি কান্দিয়ে পোহাই।
ভাঙ্গিল কপাল মোর আর শুভ নাই ॥
কি ভাবে কোথায় নল ভ্রমিছ সতত।
আধখান বাস পরা পাগলের মত ॥

এইরূপ রোরুদ্যমানা দময়ন্তী নলের অন্বেষণ কোচ্ছিলেন ; এক দিন এক প্রকাণ্ডকায় অজগরের হাতে পড়্লেন, কিন্তু তাহা কিরাত কর্ত্তৃক নিহত হইল। উপায় বিহীনা কিরাতের দুর-ভিসন্ধি বুঝিয়া ভাবিতে লাগ্লেন, কেন অজগরের গ্রাসে আমার প্রাণ গেল না, হা ভগবান্ কি হলো! এই আসন্ন বিপদে নিস্তার কর। ধনুর্ধারী নিষাদ তখন সক্রোধে শরাসনে বাণ-সন্ধান করে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগ্ল, ঈশ্বরা-নুগ্রহে পাষণ্ড কিরাত তদ্দণ্ডেই সমুচিত দণ্ড পাইল। বাণ উল্টে ছুটে বুকে ফুটে দফা তুক্কা হলো। দময়ন্তী ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে

করিতে এক দল বণিক্‌ সমভিব্যাহারে সুবাহু নগরে উপনীত হলেন।

তথায় রাজমহিষীর বিশেষ অনুগৃহীতা হয়ে কৃতার্থম্মন্য হইলেন।

এদিকে নল ভূপাল একাদিক্রমে দীর্ঘ পথে যাইতেছেন; কতক দূরে একটা সর্প দাবানলে পতিত হয়ে আর্ত্তনাদ কোচ্ছিল, সেই চিত্ত-ভেদক ধ্বনি তাঁর করুণা পূর্ণ কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি অম্লান চিত্তে বিপদাপন্ন সর্পকে উদ্ধার করিলেন। দাব-দগ্ধ বিষধর চলিতে অশক্ত, তথাপি খল স্বভাব রাজাকে দংশন করিল। নয় কেন; স্বভাব দোষ যাবে কোথা; স্তনে জলৌকা ধরিলে রুধিরই আকর্ষণ করে।

ভূপতি ভুজঙ্গ বিষে জর্জ্জরিত হলো, তিনি সর্পকে যৎকথঞ্চিৎ ভৎ'সনা করিয়া অযোধ্যা-পতির মন্দুরায় রহিলেন।

শনির মহিমা।

আছাড়ে পরাণ বধে কিটে বসে যদি।

ভারতে পাণ্ডব দল,
বন পর্ব্বে নৃপ নল,
পরিজ্ঞাত গ্রহবৈগুণ্যের নেকি বদি॥

সুবর্ণ কিরীট শিরে বোসে নৃপ গণ।
কোপ দৃষ্টে দফা সারা,
কটাক্ষেতে সৃষ্টি ছাড়া,
কাণ ধরে ঘুরায়ে দেখায় ত্রিভুবন॥

এসো গণপতি প্রভু মূষিক বাহনে।
প্রত্যক্ষ দেখিয়ে বুঝি,
কেন ইতস্ততঃ খুজি,
হাতি-মুখো মুখ তব হলো কি কারণে॥

প্রণমি ত্বদীয় পদে অক্ষৌহিণী বার।
আতঙ্কে পরাণ কাঁপে,
কম্পে ত্রিজগত দাপে,
দূরে দূরে যেও এই মিনতি আমার॥

এইরূপে নল রাজা অযোধ্যায় এবং দময়ন্তী সুবাহু নগরে সেই সেই অস্থবায় দিন পাত করিতে লাগিলেন। রাজা ভীমসেন দুহিতার দুরবস্থা ও নল রাজার রাজ্য নাশ এবং দেশ ত্যাগ বৃত্তান্ত অবগত হয়ে যৎপরোনাস্তি পরিতাপ করিলেন, পরে উভয়ের অন্বেষণে দেশ বিদেশে দূত প্রেরণ করিলেন। কাহারো সাধ্য হইল না, কেহই অনুসন্ধান করিতে পারে না; পরিশেষে বহু কষ্টে সৃষ্টে সুদেব নামা একজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক নল দময়ন্তীর রহস্য বাস প্রকাশ হইল। ভীমসেন উভয়কে গৃহে আনাইয়া উচ্ছলিত শোকাপনোদন করিলেন।

অনন্তর নল ভূপাল নিষধ দেশে উপনীত হয়ে ভ্রাতাকে বলিলেন, এস এবার আত্মপণ করে খেলিতে হবে, তোমারি এক দিন কি আমার এক দিন, মর্ণা তো ডার না কেয়া। পুষ্কর হেঁসে উড়ায়, বলে নল! তুমি কি এতো দিনো অনলে পোড় নাই, জলে পড় নাই, বাতাসে উড় নাই, বেঁচেই আছ; ভাল এস ভাই, এক হাত দেখা যাউক, কিন্তু হারিলে দময়ন্তী আমার।

দর্প চূর্ণ ভগবান্, সেই খেলাতে নল রাজা জয়ী হইলেন।

পুষ্কর ভয়ে ব্যাকুল হইলেন, ভাবিলেন, এই বার তাঁয়ার হস্তে আর নিস্তার নাই। আমি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করে যে পরিমাণে কষ্ট দিয়েছি, তাহার পরিণামে এইরূপই চাই।

দয়ালু নল-ভূপাল খলপ্রকৃতি ছিলেন না। পুষ্করের হৃৎকম্প দেখে অনুকম্পা বাক্যে বলিলেন, ভায়া! ভয় নাই, আমার পরাভবের নিদান কারণ গ্রহবৈগুণ্য, তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই, আমি তোমার প্রতি অহিতাচরণ করিব না।

নল রাজার রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বাদে প্রজাবৃন্দ অপার আনন্দ নীরে ভাসমান হলো। ভূপতি বিদর্ভ হইতে ভার্য্যাকে আনয়ন পূর্ব্বক পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ।

মালিক! ইটি তোমার অনধিকার চর্চ্চা করা হয়েছে। সময় বুঝিয়া কথা কইতে হয়, দেখ আমার এই দুঃসময়, এ সময়ে তোমার মর্ম্মভেদি কথা বল্‌বার প্রয়োজনটা কি। কাজের গরজে

লোকের, বিধি ব্যবস্থা মানাপমান জ্ঞান থাকে না, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার চলে না, মনোভ্রান্তি ঘটে ; (ভীমস্যচ রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ) ভাই আমি ভেবে বাঁচি না, তোমায় এতো ভাল বাসি, তুমি নইলে উপায় নাই, তবে যে তুমি উগর গরল ; না কি ইটি স্বভাব সিদ্ধ। জ্ঞাতি স্বগণের দোষানুসন্ধানে হিংসা সাধনে বড় তৎপর, তাই বুঝি মরমে খোঁচা দিয়ে কথা বল্‌চ, কথা না কাড়াবিনের গুলি।

"বরং রামশরঃ সহ্যং নচ বৈ ভীষণং বচঃ।
অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যং মেঘাস্তুরিততাপবৎ"॥

নল রাজার দশাগ্রস্ত হওয়া কি বিচিত্র, সে দুঃখের বোঝা মাথায় লয়েই পথে দাঁড়িয়েছি, তাহা আর বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না, মানাপমান বোধ নাই, এরূপ নির্ব্বোধ সংসারেও নাই, সম যুটির টিট্‌কারিও কেহ সহ্য কর্‌তে ইচ্ছা করে না। মানে মানে প্রস্থান পরায়ণ হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য ; "সতাং মানে ম্লানে মরণমথবা দূরগমনং" কিন্তু মন যে মানে না তবে আর কি, "অপমানং পুরস্কৃত্য স্বকার্য্যং সাধয়েদ্বুধঃ"।

মধ্যাহ্নে।

অতিশয় দূর দেশ বান্ধব বিহীন।
বিষাদে বিদরে বুক বদন মলিন॥
নিদাঘের দ্বিপ্রহর, প্রখর ভানুর কর,
করে যেন বহ্নি বরিষণ।
প্রান্তর বালুকাময়, প্রধূমিত সমুদয়,
যেন জ্বলিবেক হুতাশন॥
অন্তরে বাহিরে জ্বলে করে সন্ সন্।
নিরন্তর নীরধর কর বরিষণ॥

কভু কভু নভঃ নব নব ভাব ধরে।
কত ভাব উঠে তায় ভাবুক অন্তরে॥
পুলিন বালুকাময়, পবন বেগে উড়য়,
ধুলায় আন্ধার ধার করে।
মঠের নিকটে বসি, ক্ষুধিত যত তপস্বী,
অতি ব্যস্ত রন্ধনের তরে॥
মেঘ বহ্নি বন্ধু সহ ফিরে ভন্ ভন্।
নিরন্তর নীরধর কর বরিষণ॥

বায়স কর্ক্শ স্বরে উড়ে উড়ে ডাকে।

সরমে কানন প্রিয় চুপ কোরে থাকে ॥
কভু কভু ঘুঘু পাখী, ঘু, ঘু, ঘু, মধুর ডাকি,
ঘু—উ ঘূউ, করে উভরায়।
তাহে দ্বেষে শ্যামাপাখী, জোরেভরেদেয়ঝাঁকি,
প্রতিসীশে পরাণ উড়ায় ॥
চকোর চোরের মত রৈল, কিবা হলো।
চাতক মরিল হায় করি জল জল ॥

পিপাসায় গেল প্রাণ কত জল পিব।
কত কাল এ দশায় এ দেশে রহিব ॥
দুরন্ত হেমন্ত কাল, ধরে যেন অন্তকাল,
কাটিলাম ভানু ভরসায়।
বসন্তে আবার তেম্নি, প্রাণান্ত করিল তেম্নি,
তেম্নি কোরে লট্‌কিয়ে আশায় ॥

নিদাঘের গুমুঠে কাকর ছুটা হলো।
চাতক মরিল হায়! করি জল জল ॥
হায় রে অদৃষ্ট! ওই তরুর তলায়।
হবে কি এমন ভাগ্য——
ভেবে বাঁচি না!

দেখিয়ে আমার দুঃখ সকরুণ মনে।
এসেছ কি বিধুমুখি! সেখানে নির্জ্জনে॥
ভেবে বাঁচি না!

আঁখি পালটিতে তুমি কোথা লুকাইলে।
স্বপ্ন দেখিলাম না কি বাপীতে ডুবিলে॥
ডুব খেও না!

প্রদোষে আসিবে তাই জানিয়ে বিশেষ।
স্বকুটীরে পুনরায় করিলে প্রবেশ॥
ডুব খেও না!

সেই আস্য সেই হাস্য সেই অবয়ব।
সেই কান্তি সেই পুষ্টি সেই সেই সব॥
সেই সেতো না!

তবে কি হইল মম বিরহ বিকার।
এরূপ প্রলাপ তাই হেরি বার বার॥
সেই সেতো না!

কাঁপিতে লাগিল বুক ভ্রান্তি হলো দূর।
কতক্ষণে এস্থান করিবে স্বর্গপুর॥
তুমি এলে না?

মিলন মৃত্যু দুয়ের এক বাঞ্ছা করি।
কখন্ আসিবে আজ এসো দয়া করি ॥
তুমি এলে না ?

রাগিণী.....................খাম্বাজ।
তাল ....মধ্যমান।

মন তারে বেঁধেছে মন তারে—(ওগো আমার
বান্ধিয়াছি মনে মনে প্রাণে প্রাণে গো তারে
মনে মন ভাল জানে,
মন মিলে না অর্থ দানে,
অনর্থ ঘটায় প্রাণে,
মন চিন্তে নাহি পারে ॥

....

কি করে গৌরবে ধনে,
দেখা হলে শুভ ক্ষণে,
মন ধায় প্রাণপণে,
কি করে বাধায় তারে ॥

....

মালিথ। "লোভশ্চাস্তি গুণেন কিং পিশুনতা যদ্যস্তি
কিং পাতকৈঃ সৌজন্যং যদি কিং গুণৈঃ

সুমহিমা যদ্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ। সত্যং চেৎ-
তপসা চ কিং শুচি মনো যদ্যস্তি তীর্থেন কিং
সদ্বিদ্যা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তি কিং
মৃত্যুনা ॥”

অর্থাৎ লোভ থাক্‌লে আর গুণ কি? দ্বেষ
জন্মিলে আর পাতক কি? মন শুদ্ধ হলে আর
তীর্থের প্রয়োজন কি? গৌরব থাক্‌লে আর
পৃথ্বীর অভাব কি? লজ্জা যদি থাক্‌লো তবে
আর অলঙ্কার কি? অপযশই যদি হলো তবে
আর মরণ কি?

ভাই! এ জ্ঞাতি শত্রুর কথা হোচ্ছে না,
এইরূপ শাস্ত্রে আছে তাই একটুকি শুনালেম।
আমি সময় বুঝে কথা বলি না আর যে স্বভাব
চিনে চলি না সে কথায় আর কি উত্তর গাব।
ভাই তুমি জান না, আমি ভাজি ঝিঙ্গা বলি
পটোলের পোলাও, খেয়ে মরি ঘোল বলে বেড়াই
খাসা দই, সময় ক্রমে হারাম হালাল কোরে
দি। সখে! কাজ বুঝে নিও কথায় কাজ কি,
ছোভানাল্লা!! আজো আমায় চিন্‌লে না, দুখ্
তো গেল না, যা ইচ্ছা করো গে;

যুবরাজ। ও কি বাজ্‌ল! বুঝি যবন রাজাদের

ছাউনিতে বিউগেলের ধ্বনি হলো, মালিখ! তুমি তাপস কুটীরে যাও।

(মালিখের গমন)

বেদরল খাঁ। বাবা গো! লস্কর কত! যেন থৈ ফুট হয়ে ছুট্‌লো, এখন এই কারবালার মাঠে কার বাড়ি যাই—; লা এল্লাহো এনেল্লা হো মহাম্মদর রছুলাল্লা। ইয়া পীর মুর্শিদ! আজ কি ভাজাই নাজাই কাঁচাই কবাব হবো।

রণরঙ্গ।

সৈন্যরাজে, যুদ্ধসাজে, ক্ষেত্রমাঝে,
পশিল।
রণ রঙ্গে, নানাভঙ্গে, সব সঙ্গে,
সাজিল॥
পথে পথে, রথী রথে, বহু রথে,
রহিল।
হস্তী হয়, উষ্ট্রচয়, সমুদয়,
চলিল॥

জগঝম্প, বাদ্যে কম্প, ক্ষীণে লম্ফ,
মারিছে।
বাজে ডঙ্কা, লাগে শঙ্কা, যেন লঙ্কা,
ভাঙ্গিছে।
পদ ভরে, ধরা নড়ে, দিগন্তরে,
কাঁপিল!
শুনে হয়, প্রাণে ভয়, যেন লয়,
হইল।

মালিথ। রাজকুমার! আমি ওদিক সে সেদিক এদিক্ ওদিক সব এলোমেল হয়ে ছিলাম, যোদ্ধৃ বৃন্দ চম্পাপুরীর পুরোবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণপ্রান্তরাভ্যন্তরে কোলাহল কচ্ছিল, কিয়ৎকালানন্তর চট্ করে নীরব হয়ে গেল, বোধ হয় আততায়ীর অনুকূলে সন্ধি নিবন্ধন হয়ে থাক্‌বে। তাই আমি তপস্বী-দের প্রতি বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করে এসেছি, তারা কোন ক্রমেই এ পক্ষের আশ্রয়াবলম্বনে অনুমোদন করে না, আরো বলিল যে, আমরা কি আজ্ নূতন এরূপ বিপদে পতিত হলেম, আমাদের এ দশা ঘটিয়াই থাকে, আমাদের

সাগরে শয্যা কুম্ভীরকে ভয় কি? ইহা কহিতে কহিতে চম্পাপুরীর রাজসদনে নিবিষ্ট হোল। আমার দফা সার্‌বার যো করেছিল, আমি তো আতঙ্কে মূল মন্ত্র স্মরণ কোচ্ছিলাম।

দণ্ডক দেশাধিপতি মৃগয়ার্থ বনে গিয়া ভৃগু মুনির দুহিতার অলৌকিক রূপমাধুর্য্যে অধৈর্য্য হয়ে তাহাকে আক্রমণ করেন, তদ্ধেতু যে তাঁহার বিনাশ হয়, মুনির শাঁপে ভস্মীভূত হয়েছিলেন, সেটা মিথ্যা প্রবাদ নহে, যেটা রটে সেটা বটে; বেটারা বড় বদমাএস্।

যুবরাজ। হাঁ, বড় বদমাএস্, তুমি বড় সুমাএস? বুঝি তুমি কালেপ কোরে পাঠিয়ে এলে; আবার হাঁস্‌ছ কেনে, বুঝি যায় নি, না গিয়েছে, আর এলো না, সঙ্কেত কাল বয়ে গেল। ভাই সালিখ! এখন যে আর বাঁচি না, কি করি, এ তকমূল শূল যে হলো, চক্ষের শূল যে হলো, তাহার বিরহ আর সইতে পারি না; চল চম্পাপুরীর মহারাজের সঙ্গেই সংগ্রাম আরম্ভ করা যাউক, ক্রোধের একস্‌ট্রিম্‌ গলায় দড়ি, তাহার সহিত যুদ্ধ ঘটিলে প্রাণ যাবেই যাবে, নিঃসন্দেহ; আমারো সেই অভিলাষ, এখন মরিলেই

বাঁচি, প্রাণ গেলেই পরিত্রাণ পাই। অবিরাম এক চিন্তা, ভগবান্ হুতভুক্ প্রায় পুড়ে কাবার কল্লে।

"চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তৈবহি গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতং॥"

মালিখ। রাজকুমার! মাহেন্দ্র ক্ষণ কতক্ষণ থাকে, যেরূপ গোশৃঙ্গে শর্ষপের অবস্থিতি; আমার মতে এখনকার মতো এই পর্য্যন্তই নিবৃত্তি থাক্লে ভাল ছিল, অন্যথা;

"মর্কটস্য সুরাপানং পশ্চাৎ বৃশ্চিকদংশনং।
তন্মধ্যে ভূতসঞ্চারঃ পরংবা কিন্তুবিষ্যতি॥"

ঈশ্বরানুগ্রহে আপনি রাজার ঘরে রাজকুঙর বটেন, তার পর মৃগয়াসক্ত, তার পর পিছে কামের দংশন, তার পর চমৎকার, এর পর আর কি, সুতরাং অমঙ্গলের নভূতো ন ভবিষ্যতি। আমরা এখানে অনায়াসে এই নিকৃষ্ট কার্য্যে লিপ্ত আছি, স্বদেশে স্বাধিকারে না জানি কি সর্ব্বনাশ হোল। যেহেতু শাস্ত্রে বলে, রাজার অধর্ম্মাচরণে প্রজারো অপার অমঙ্গল ঘটে; এমন কি বজ্রাঘাত, নির্ঘাত, ভুমিকম্পন, উল্কা-

পাত, দিগ্‌দাহ, দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোক, প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হইতে থাকে পর্য্যন্ত, তরু-লতা ফল পুষ্পবিহীন হয়, আর কালে অনাবৃষ্টি অকালে অতিবৃষ্টি উপস্থিত হয়;—

দিবসে শিবার ঘোর নির্ঘোষ কাননে॥
নিশাথে বায়স ডালে ডাকে সযতনে।

ধর্ম্মের পর পরম বন্ধু নাই, একি ধর্ম্মে ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়। ধর্ম্ম হইতে সুখ সমৃদ্ধি রূপ লাবণ্য বল বীর্য্য জীবন প্রাণ সমুদয় রক্ষা পায়। ধর্ম্মের অবমাননা শারীরিক যাতনার কথা, আন্তরিক কষ্ট এবং পরমার্থ নষ্ট। সখে! দু চারি দিন আরো প্রতীক্ষা কর, মন মানে তো বড় মঙ্গলের কথা; নচেৎ যুদ্ধ বিগ্রহ যাহাই কর্ত্তব্য হয়, একখান কোরে বসা যাউক।

বর্ষা।

আসিল প্রাবৃট্‌ রোষে আষাঢ় সময়।
ভাসিল অম্ভসে নদ নদী জলাশয়॥
ডুবিল ভারত ভুমি ভুতপুর্ব্ব দেশ।
ডুবু ডুবু হলো যেন শিখর প্রদেশ॥

দিনে দিনে বাড়ে নীর প্রবাহ প্রবল।
যামিনীতে কি মধুর শুনি কল কল॥
হায় শুনি কল কল।

সঘন সঘন ব্যোম গগণে চাহিলে।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পক্ষী পড়ে বিলে ঝিলে॥
নবীন নীরদ খণ্ডে নাচে সৌদামিনী।
নেচে নেচে ধায় রে চাতক চাতকিনী॥
কাঁদিছে কামিনী যেন তীরে ঠেকে জল।
যামিনীতে কি মধুর শুনি কল কল॥
হায় শুনি কল কল?

শশাঙ্ক সশঙ্ক রৈল মেঘের মাঝারে।
কখন কুলবধূর মত উঁকি মারে॥
মাথা আছাড়িয়ে কুমুদিনী বারম্বার।
পবনের সনে খেদ কহে আপনার॥
অভ্রভেদী চকোর কি ভাব অনিবার।
চির দিন এক ভাবে যায় কবে কার॥
হায় যায় কবে কার?

সাগরেতে উঠে ঢেউ পর্ব্বত আকার।
মেঘ জব্দ—শব্দ তায় হোচ্ছে অনিবার॥

যেমনি তড়িত মেঘে চমকি লুকায়।
অমনি চমকি সতী স্বামীতে জড়ায়॥
ময়ূরী ময়ূরে উড়ে নাচে না গো আর।
চির দিন এক ভাবে যায় কবে কার॥
হায় যায় করে কার?

রাগিণী……………বেহাগ।
তাল……………আড়া ঠেকা।

ঘন ঘোর ঘটা সখি। হেরি গগণে,
বিহরে বিজুরি সনে।
দিবসে যামিনী কোরে, মেঘে ঢাকিয়ে অম্বরে
ভুমিকম্পে বায়ু ভরে, ভরসা কি আর,
নীরধারা নিরন্তর, নিরদয় নীরধর,
শিলা বরিষণ কর, নাশ অশনি ক্ষেপণে॥
ময়ূরী ময়ূরে উড়ে, চাতক চিকন স্বরে,
নাচে না ডাকে না ডরে, একি চমৎকার;
নদ নদী বহে যায়, জলধি ভরিল তায়,
ভেবে দেখি নিরুপায়, বাঁচিব আর কেমনে॥

এইরূপ একাল যায় সে কাল আসে রাজকুমার রাত্রিদিবা চমৎকার চিন্তায় নিতান্ত অধীর হলেন। এক দিন নিশিতে নিশীথ সময়ে যখন নিশানাথ গগনে একবার মেঘের আড়ে আবার বাহিরে যাচ্ছে আস্‌চে, যেন মুক্ত কেশীর রাকা মুখমণ্ডল কেশে ঢাক্‌ছে আর প্রকাশ হোচ্ছে; বৃষ্টি হয়ে গ্যাছে, তখন তরু পল্লব হতে বারি বিন্দু চয় ভ্রষ্ট-পত্রে চুট্‌ চাট্‌ কোরে পড়্‌ছিল। কোন স্থলে জলে জলযানে নানা দিক্‌ দেশীয় নাবিকেরা নানাবিধ গীত গাচ্ছে, কেহ বা ঊর্দ্ধ নেত্রে ঘন ঘটার ভাব চরিত্র এবং সৌদামিনীর ছটা ছাঁদ নিরীক্ষণ কর্‌ছে, কোথাও বা বৃষ্টির জল কল শব্দে কল্লোলিনীতে মিস্‌চে। যেমন যে পর্ব্বতেই নদীর উৎপত্তি হউক না কেন সাগর পানেই ধায়, যেমন যেখানে যে দিকে যে পথেই রাজপুত্র গমন করেন্‌ মন প্রাণ চমৎকার পানেই প্রধাবিত হয়। সেই রূপই ধ্যান, সেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান, সেই তপ, সেই জপ, সেই সব বল বুদ্ধি ধন প্রাণ; চমৎকার প্রেমের দণ্ডী !!! মজনুর চক্ষে লাইলি।

রাজপুত্র একমাত্র বয়স্য মালিখকে সঙ্গে লয়ে

ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ও পরিতাপ কোত্তে কোত্তে চম্পাপুরীর সন্নিহিত হলেন। ইতি মধ্যে রাজ-দুর্গে ধম কোরে এক তোপ ধ্বনি হইল; তৎপর-ক্ষণেই চারি জনা অশ্বারোহী ক্রমে আস্‌তে আস্‌তে উদ্যানস্থিত এক ত্রিতলাট্টালিকায় নিবিষ্ট হোল। ক্ষণ কালান্তে প্রাসাদ মধ্যে নানা প্রকার সম্মোহন বাদ্য হইতে আরম্ভ হলো, কিন্তু অতি মৃদু মৃদু; তৎপর আবার মনোহারিণী বামা স্বরে সঙ্গীত হতে লাগ্‌ল, কিন্তু অতি অনুচ্চ স্বরে। রাজপুত্রেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি কৌতু-হলাক্রান্ত হয়ে উভয়ে সভয়ে নিকটস্থ হলেন, কিন্তু আতঙ্কে তটস্থ হয়ে থাক্‌লেন। মনে কর্‌লেন যে, এই এখনি বাঁকি তিছি পাগ্‌ড়ি পোসাক নিয়ে সেপাহীর মত অশ্বারোহী সব প্রবিষ্ট হোল; এই আবার বামা স্বরে সঙ্গীত হোচ্ছে, কেন ভাই বিষয়টা কি, তবে অবশ্যই "এছ্‌ দাল্‌ মো কুছ্‌ কালা হ্যায়"।

যুবরাজ। ভাই! আমি ভিতরে ঢুকে দেখে আস্‌ছি গে।

মালিখ। কেনে, মন্তে, ওখানে আর যেতে হবে না।

যুব। না, যাই, মর্‌বো কেন।

মালি। না জাই যে মরণ, আর সব হয়েচে।

যু। কেনে, কি হোল ?

মা। কি আর হোল ; দেখুন তো গেল সব সেপাহীর মতো ঘোড়সোয়ার, আবার বামা স্বরে গীত হোচ্ছে, এটি কি সন্দেহের মোকাম নয় ?

যুব। হোগেগ দুয়োর যে পাই না।

মা। নেই নেই দুয়োর, এই মুহুরির মধ্যে হইয়ে। কিন্তু ভাই আমি যাব না, যাব না, যাব না। যাব কি জেচে প্রাণ দিতে, যে সব বাঁকা বাহাদুরের ঘটা, এক্কি চোটে সে কর্ম্ম নেবে।

যু। তুমি কি ক্ষেপেছ ?

মা। তাই বটে ;— অজা দষ্টা সীতাং বীক্ষ্য দুর্য্যোধনঃ প্ররোদিতি।

যু। তোমার আদতে সাহসের নাড়ি-ই নেই, তুমি নিতান্ত আনারি, মিছা মিছি জ্বালাচ্ছ। দেখি আমার কিরীচ খানা দাও।

মা। এই তো ;— (কিরীচ প্রদান)

রাজকুমার ! নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রাসাদের সমীপস্থ হয়ে দেখিলেন, কোথাকার সেপাহী কোথাকার কি ; এক অমানুষ রূপ লাবণ্যবতী যুবতী (তত্রস্থ রাজনন্দিনী) লক্ষণ রূপে কথোপকথন

কোচ্ছে, আর এক অসূর্য্যম্পশ্যারূপা রমণী (চমৎকার) সীতা রূপী হয়ে এক খানা চিত্র-পট নিরীক্ষণ কোচ্ছে, সহচরীদ্বয় কভু স্তব্ধ কভু বা গীত বাদ্যোদ্যমে প্রবৃত্ত থাকে।

যুবরাজের চক্ষে চমৎকার যে পড়েছে সেই পড়েছেন, ধরায়, যেন সম্মোহন বাণে যোদ্ধা সমরশায়ী হোল, হায় হায় কি হোল, কে ধরে কেউ নেই!

এতদবলোকনে মালিখ নিরুপায় ভাবিয়া আস্তে ব্যস্তে রাজপুত্র সমীপে উপনীত হয়ে মূর্চ্ছা-ভঙ্গের উচিত প্রতিবিধান কর্‌লেন।
তিনি স্বল্প ক্ষণেই চৈতন্য লাভ করিলেন এবং বসিয়া ধীরে ধীরে চাইতে লাগ্‌লেন সেই প্রাসাদ পানে! এই ভাবে গীত বাদ্য শুনিতে শুনিতে যামিনী গভীর হইল এবং কামিনীগণও সেপাহীর সাজে গমনোন্মুখী হোল।

(যবনিকা পতন)

রাজকুমার স্বীয় অঙ্গুরীয় রুমালে বন্ধন পূর্ব্বক দ্বার দেশে নিক্ষেপ করত আপন বয়স্য সমভি-ব্যাহারে শিবিরে গমন কর্‌লেন।

মালিখ সহর্ষ চিত্তে রাজকুমারকে আহ্বান

পূর্ব্বক, সখে! ওখানে যে সব দেখ্‌ছিলেন বুঝতে পারলেন তো? সে নির্ব্বাসিতা-সীতা নাটকের অভিনয় হোচ্ছিল। প্রস্তাবটী অত্যুৎকৃষ্ট, বলিয়া যাচ্ছি, প্রণিধান করুন।

চমৎকার-চম্পূ।

চতুর্থ অভিনয়।

নির্ব্বাসিতা-সীতা।

একদা লক্ষণ রাম সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! আপনকারদিগের চরিত্র চিত্রিত এক খানি বিচিত্র আলেখ্য পাইয়াছি, তাহা সীতা-দেবীকে দেখাইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিব; এই সেই চিত্র পট, কোথায় কই মা, মা সীতে! এদিকে দেখুন্।

তখন সীতা সচকিতা, কি বৎস কি আনিয়াছ? তুমি খাও আমরা পরে খাইব। লক্ষণ কহিলেন, মাতঃ! একি একি, বুঝি ভাবিয়াছেন এখনো সেই পঞ্চবটী বনে পর্ণশালায় অবস্থিতা আছেন? দেবি! তাহা নহে, আপনকার অবিরাম রাম স্মরণে এইরূপ বিস্মরণ ঘটিয়াছে, এই দেখুন্ কেমন উৎকৃষ্ট চিত্রপট আনিয়াছি, দেখিয়া সেই সকল বিগত বন-কষ্টের কথা মনে উঠে বরং সুখেরই সঞ্চার হইতে থাকে। এই

দেখুন_ দশমুণ্ড রাবণ রথে কোরে আপনাকে হরে লয় যাচ্ছে, ওখানে বৃক্ষমূলে আমবা দুটি ভাই সেই জটা ভার শিরে, বল্কল পরিধান কোরে হাহাকার শব্দে রোদন কোচ্ছি, আমাদের দুঃখে বনের তরু লতাও দুঃখিত হয়ে এই সমুদায় পল্লব কুসুম ফেলে রোদন কোরেছে; কি দুঃখ! এখানে বুঝি সেই কুশ বনে রাম ভ্রষ্টালঙ্কার পেয়েমুর্চ্ছিত হয়েছেন। তখন সীতা তটস্থ হয়ে, কই প্রাণাধিক কি, দেখি কেমন পট এনেছ। (চিত্রপট দর্শন)

চিত্রপট বর্ণন।

দেখ মা দেখ মা এই মিথিলা নগরে।
হয়েছে উদ্বাহসভা সীতা লাভ তরে॥
কার সাধ্য মহেশের ধনুর্ভঙ্গ করে।
জনক নৃপতিভাবে গালে হাত কোরে॥
এই তো ত্রৈলোক্যনাথ রাম রঘুবর।
টঙ্কারি ভাঙ্গিল ধনুঃ দিয়ে করভর॥
ওই সেই পীবর তাপস তরুবর।

নিষাদপতির সঙ্গে ভ্রমে রঘুবর ॥
ওই সেই কালিন্দীর তটে বটেশ্বর।
ওই সেই চিত্রকূট শোভে কি সুন্দর ॥
এই সেই মাল্যবান্ পর্ব্বত কন্দরে।
সেই কষ্ট মনে হতে হৃদয় বিদরে ॥
অন্য দিকে দক্ষিণারণ্যের বৃক্ষগণ
যেখানে করেছিলাম বল্কল ধারণ ॥
যেখানে গোদাবরীর তীরে তিন জন।
ফলাহারে করিয়াছি জীবন যাপন ॥
কত যে পেলাম দুঃখ ভ্রমি বনে বনে।
কতই ভুগেছি মা গো তোমার কারণে ॥
এই বুঝি সেই, সেই পঞ্চবটী বন।
যথা শূর্পনখা নাশা করিছি ছেদন ॥
দুরাচার নিশাচর মারীচ কুরঙ্গে।
এসেছিল নাচিতে নাচিতে কত রঙ্গে ॥
হিরণ্ময় মৃগ সঙ্গে গেলাম দুজন।
একা পেয়ে হরে নিলে দুষ্ট দশানন ॥

সীতা এইরূপ চিত্রপট দেখিতে দেখিতে আর রাম রূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাগতা হইলেন।

ক্ষণকালান্তে তাঁহার অতীত বিরহভাবনার আবির্ভাব হওয়ায় স্বপ্নাবেশে কহিয়া উঠিলেন, হা নাথ! কোথায় রহিলে।

তৎকালে রাম দুর্ম্মুখ প্রমুখাৎ সীতাসংক্রান্ত অপবাদ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল ছিলেন, এবং সীতার বন বাস বিধান নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট জন্মের মত বিদায় লইতে গিয়াছিলেন।

জনক নন্দিনীর ঐ রূপ বিলাপ-বাক্য শুনিয়া রাম দুঃখে একেবারে অধৈর্য্য হইলেন। কহি-লেন, কি আশ্চর্য্য! অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ, আহা প্রেয়সি! কি কহিলে, আমি এখানেই আছি, এই বলিয়া সীতার গাত্রে হস্তা-বর্ত্তন করিবেন মনে কর্লেন, কিন্তু অশ্রুজলে নেত্রযুগল পরিপূর্ণ হলো, আর পথ পাইলেন না, সে খানেই থাকিতে হলো।

কিয়ৎক্ষণ রোদন করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি কহিলেন, ভাই! তোমার কিছুই অবিদিত নাই। দেখ আমরা তিন জনে যখন পঞ্চবটী বনে অবস্থিতি করি, দুর্বৃত্ত লঙ্কাধিপতি রাবণ আমা-দের অনুপস্থিতি কালে সীতারে হরণ করিয়া

লয়ে যায়; সীতা সেই দশানন ভবনে দীর্ঘকাল বাস করেন; অবশেষে আমরা বিভীষণ এবং সুগ্রীবাদির সহায়তায় ও সমুদ্র বন্ধন করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করি।

এইক্ষণে সেই পরগৃহবাসিনী সীতারে গ্রহণ করিয়া আছি। ইহাতে পৌরগণ ও জানপদ-বর্গ অসন্তোষ প্রদর্শন ও অপযশ ঘোষণা করে; অতএব রে লক্ষ্মণ! আমি সীতায় পরিত্যাগ করিব, কর্‌লেম, তুমি তপোবন দর্শন চ্ছলে তাহাকে সমভিব্যাহারে রথারোহণে এক্ষণে প্রস্থান কর।

লক্ষ্মণ কহিলেন, কি সর্ব্বনাশের কথা, শুনিয়া প্রাণ উড়ে গেল। আর্য্য! অকস্মাৎ আজি এ কি আশ্চর্য্য শুনিলাম, সীতাদেবীর রাবণ-ভবন হইতে আসিবার অব্যবহিত পরক্ষণেই অগ্নিপরিশুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, কে না জানে, তাহা কি বিস্মৃত হলেন! আমি যত দূর জানি, আর্য্যার চরিত্র সম্বন্ধে অণুমাত্রও দোষ নাই, লোকেও সেই অলৌকিক পরীক্ষার বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে। এমন স্থলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে

লোকে আমাদিগকে অপদার্থ জ্ঞান করিবে ও আপনকার পক্ষেও ধর্ম্মতঃ সঙ্গত নহে, তবে এখন সীতা নির্ব্বাসন পণে বিরত হওয়াই যুক্তি-সিদ্ধ।

রাম দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আর আমায় কেন অনুরোধ কর, আমার সকল সাধ মিটিয়াছে, সীতায় বনবাস দেও। কিন্তু ভাই! ভাগীরথী পার হইবার পূর্ব্বে, জানকী যেন এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ জানিতে না পারেন।

রামের খেদ।

মিটেছে মনের সাধ, লক্ষ্মণ রে।
আর হোল না হোল না।
জনমের মত দুঃখ, লক্ষ্মণ রে?
বাধা করো না করো না॥

লোক অপবাদ সদা, লক্ষ্মণ রে!
আর সহে না সহে না।

জানকীর বন বাস, লক্ষ্মণ রে!
প্রাণ রহে না রহে না॥

কণকবরণী সীতা, লক্ষ্মণ রে!
আমার পড়ে মনে।
আপনা হারাই আমি, লক্ষ্মণ রে!
বল বাঁচিব কেমনে॥

উভয় সঙ্কট হোল, লক্ষ্মণ রে!
এবে উপায় বল না।
অথবা জীবন ত্যজি, লক্ষ্মণ রে!
বাঁচি কি ফল বল না॥

লক্ষ্মণের উক্তি।

ওহে রাম তব বাক্যে বাসি মরিবারে!
আমি তব দাস কি বলিব; কোন্ মুখে
কেমনে এরূপ কথা অশনি নিপাত
সম বাক্য—(আর্য্যে যাও বন বাসে) কব,
সেই সুধাংশুবদনী জনকনন্দিনী

দেবীরে; কেমনে যে রঘুনাথ ভুলিলা
ভাবি দেখ মনে মনে বনে বনে রাম!
কত যে সেবিল দেবী, কে করে তেমন।
স্থাপিলা বিধুরে বিধি শম্ভুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে এবে যাবে গড়াগড়ি
ধুলায়, হে নাথ! তাহা দেখিব কেমনে।
সেই লক্ষ্মীরূপা সীতা শোকে কি তোমার
রহিবে জীবন, তাই ভাবি হে রাঘব!
আমি তব দাস আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে নারি।
সে রাজদুহিতা রাম দয়িতা তোমারি,
রহিবে কেমনে বনে বন ফলাহারে
একাকিনী দেবী, চির দুঃখিনীর মত।
হায় রে বিধাতা! ঘটে ললাটে লিখন;
জানকীর নাথ আজি ত্যজিল জানকী
বিনা অপরাধে। সেই জনকনন্দিনী?
নাহি জানে কিছু মাত্র এ সর্ব্ব নাশের।
হে রঘুকুলতিলক ত্রিলোকপালক!
সীতা নির্ব্বাসন পণে আর আকিঞ্চন
করো না, কত কষ্ট পেল দেবী কাননে;
একাননে বলিতে যে উপেন্দ্র কাতর।

লক্ষ্মণ অনেক ক্ষণ জানকী পরিত্যাগ বিষয়ে এইরূপ অশেষবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া অবশেষে হদ্দ মানিলেন। হুঁ, সীতা নির্ব্বাসনেও কি ধনুর্ভঙ্গ পণ হলো। সেই জনক-রাজা, সক্ করেই বলিতে হয়, ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলেন, শেষকালে তো প্রাণ জাল হয়ে উপস্থিত; যে গুণে রাম সে গুণে রক্ষা।

পরদিন প্রভাতে লক্ষ্মণ বিষণ্ণ মনে সুমন্ত্র সারথি সহ জানকী সমীপে উপনীত হয়ে কহিলেন, মাতঃ! আপনকার ইচ্ছানুসারে তপোবনদর্শনে আর্য্য অনুমোদন করেছেন।

সীতা সহর্ষ মনে অমনি অব্যাজে রথারোহণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস! চিরজীবী হও, ভগবান্ করুন যেন তোমার মত দেবর জন্মে জন্মে পাই।

সুমন্ত্র অতিবেগে রথ চালনা করিতে লাগিল, তার ঊর্দ্ধ অধঃ গতি, তীর তারা বেগ তুল্য। সীতা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, প্রাণাধিক! এই সময়ে উর্ম্মিলা নিকটে থাক্‌লে আমার আনন্দের আর পরিসীমা থাকিত না, আমরণ!! ভরত শত্রুঘ্নকেও যে সঙ্গে আনিতে

আহ্লাদে বিস্মরণ হয়েছি। এই মত কতই কহিলেন।

গোমতী নদী তীরে আসিলে পর সীতার সহসা ভাবান্তর হইল। কহিলেন, লক্ষ্মণ! একি হলো, আমার মন কেন এমন করে, কেন প্রাণ কেন্দে উঠিল, দক্ষিণ নয়নও স্পন্দিত হইতেছে, সকল শরীর কম্পিত হইতেছে, অকস্মাৎ এ দুর্দ্দশা হইল কেন; না জানি কপালে কি আছে। তখন লক্ষ্মণ, আর্য্যে! হঠাৎ আপনার একি হোল, কেন ভাবিতেছেন, কিছুই না, অনর্থক যতই ভাবনার আন্দোলন করিবেন ততই অসুখ বাড়িবে, আর ভাবিবেন না।

না লক্ষ্মণ, তোমার মুখ ম্লান কেন, তুমি খুলে বল, অবশ্যই কোন সাংঘাতিক সংঘটন হয়েছে, নতুবা আমার মনঃ প্রাণ এতো ব্যাকুল হইল কেন, বুঝি আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। হায় রে বিধাতা! এখনো কি তোমার বাসনা পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণ-কাম হও নি, কর, তোমার মনে যাহা থাকে কর, নারী জনম তো কেবল দুঃখ-ভার বহিতেই, আর কি।

লক্ষ্মণ! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ, নতুবা আমার জনক জনক রাজা, আমি রাম রাজার সহধর্ম্মিণী, আমার সুখ হইল না। বহুকালের পর আর্য্যপুত্রের সহিত সমাগত হইলে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি এই অবধি দুঃখের অবসান হোল; তা হোল। রে হতবিধে! তোর মনে কি এতই ছিল।

লক্ষ্মণ! তুমি আর কেন সান্তনা দিচ্ছ, তুমি যে কি কহিতে কহিতে কান্দিয়া উঠিলে তাই বল, আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়াছে, আর বিলম্ব করিও না, বল।

তখন তিনি রামের সেই নিদারুণ আদেশ কিরূপে কহিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু উপায় রহিত, অনেক কষ্টে কহিলেন, দেবি! বলিব কি, বলিতে আমার বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়; এই মাত্র কহিতেই তাঁহার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, কিয়ৎক্ষণ বাক্য নিঃসরণ হইল না। অনন্তর দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যে; কি কহিব, আপনি রাবণগৃহে একাকিনী ছিলেন, সে কারণ রাম আপনায়, মাতঃ! সে কারণ রাম আপনায়, বন-

বাস মাতঃ ; বনবাস দিয়া—এই কহিতে কহিতে লক্ষ্মণ সংজ্ঞাশূন্য হয়ে ধরায় পতিত হইলেন, সীতাও শ্রবণ মাত্র হতচেতনা হইয়া বাতাভিহতা লতার ন্যায় ভূতলশায়িনী হইলেন। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর উভয়ের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। সীতা চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন, দেবর! যদি ইতি পূর্ব্বে আমার মরণ হইত তাহা হইলে আর শিরে এরূপ বজ্রাঘাত হইত না, এ নিদারুণ কথা শুনিতে হইত না।

বৎস! আমার কপালে যাহা ছিল ঘটিল, তবু তাঁর, অপবাদ রটনা না হয় এই অভিলাষ করি।

সকলি অদৃষ্টায়ত্ত। আমি জন্মান্তরে যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম এ জন্মে সেইরূপ ফলভোগ করিতেছি; বুঝি পূর্ব্ব জন্মে কোন পতিপ্রাণা-কামিনীকে পতি-বিয়োজিতা করিয়াছিলাম, সেই মহাপাপে এখন আমার কপালে এই ঘটিল, নতুবা সেই সহৃদয় হৃদয়-বল্লভ, অতি দয়ালু, দয়ার্দ্র নাথ, তাঁহার মমতার শরীর, আমায় ত্যজিবেন কেন?

আমি এই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি, আর্য্য-পুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াও এখনো আমার প্রাণ বাহির হইল না, লক্ষ্মণ! যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, এই দণ্ডেই জাহ্নবীনীরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতাম। আমার তো দুঃখের একশেষ হইয়াছে; আমার সর্ব্বনাশ হইল বিলক্ষণ, তবু তিনি সুখে থাকুন। বৎস! আর একটী কথা বলি, বিস্মরণ হইও না হইও না। তুমি এই করিবে যেন প্রাণবল্লভের কাছ ছাড়া থেকো না। আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই যে ত্যাগ হইলাম, এমত নহে, তুমি দেখ গিয়ে এই অভাগিনী সীতারূপ তাঁহার অন্তরে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি অরণ্যে থাকিলাম, ক্ষতি নাই; অহর্নিশ সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম চিন্তা করিব, আমার ভয় কি, আর এই তপস্যা করিব যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার স্বামী হন।

অতএব লক্ষ্মণ! আর তোমার এখানে প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি প্রাণবল্লভের সমীপে যাও এবং যাহাতে তিনি ভাল থাকেন তাই করিও; আমার দশা তো দেখে গেলে,

আর দেখিতে হবে না, প্রাণাধিক! আর দেখিতে হবে না।

লক্ষণ কান্দিয়া অধৈর্য্য হইলেন, অনেক ক্ষণ পর কান্দিতে কান্দিতে রথারোহণে গমনোন্মুখ হইলেন। রথ ক্রমে ক্রমে নয়ন পথ অতিক্রম করিল। সীতাও হাহাকার ও শিরে করাঘাত পুরঃসর রোদন করিতে লাগিলেন।

রাম, লক্ষ্মণের রোদন বদন অবলোকন ও সীতায় স্মরণ করিয়া শোকে জর্জ্জরীভূত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

তখন লক্ষ্মণ কাতরস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

যথা।

কহিছে সৌমিত্রি নেত্র ভাসে অশ্রুনীরে,
হে ত্রিলোক নাথ আর কি বলিব? আমি
পাষণ্ড-হৃদয় তাই করি হেন কার্য্য!
রেখে আসিলাম প্রভু, নিবিড় বিপিনে
একাকিনী সে জনকনন্দিনী দেবীরে
এজন্মের মত, অবিরত হাহাকার-

ধ্বনি, এলোয়ে পড়েছে বেণী ভূষণ
সকল ভূমি তলে। ভূধরও গলিয়া
যায় পশু পক্ষী আছে অধোবদনে।
তায় গর্ব্ববতী ধনী স্বভাবতঃ ধীরা,
কেমনে সহিবে বন-কষ্ট নিদারুণ
উঠিছে পড়িছে আর কহিছে কোথায়
রঘুনাথ রৈলে! কেন হইলে নির্দয়
বিনা অপরাধে, অপরাধ, কি আমার
হে রাঘব এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার
তোমায় কি শোভা পায় তুমি দয়াময়
দীন-বন্ধু, অধম-তারণ ত্রিজগতে;
কি পাপে দেবীর ভাগ্যে এত পরাভোগ
তাই বল। কার দোষ দিব আমি, রাম!
বিধি হলে বাম এমনি ঘটে ললাটে।
কোথা রাম রাজা হবে নিশির প্রভাতে
অযোধ্যানগরে, যান বন বাস তরে
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভার্য্যা অনুজের সহ।
সে অনুজ এ অধম হে জানকীনাথ।
জান নাকি নাথ, জানকীর সঙ্গে সঙ্গে
কাননে কাননে ফিরি অবিরাম গতি

তাঁরে হারাইব বলি, হারালেম ভাই
তবু বিধি বিড়ম্বনে, মনে নাই নাথ ?
কত না পেলাম দুঃখ কন্দরে কান্তারে,
ভাঙ্গিল কণকলঙ্কা বীর পদ ভরে
রঘুবীর ! বধিলাম রাবণ সবংশে।
মরিয়াছিলাম সেই দুরন্ত যোদ্ধার
যুদ্ধকালে, অমোঘ বিশাল শক্তিশেলে।
ত্যজ না হে রঘুনাথ সে লক্ষ্মীরূপিণী !
গড়ায় শিরে উপেন্দ্র পড়ে পদ তলে।

যুবরাজ। সখা হে ! এই প্রস্তাবনাই বটে, কিন্তু সে দিন যে তার খতম কোরে আসি নি, তার কি ?

মালিখ। তার আর কি, আজ আবার চলুন।

যুবরাজ। চল যাই।

মালিখ। বেস্, একি উঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে। এটা রাত কি দিন, আপনকার যে দেক্তে পাচ্ছি —(আস্তে আস্তে) হুঁ।

যুবরাজ। তবে চল সেই প্রাসাদ সমীপস্থ সরীফাওয়ালীর কুটীরে গিয়ে পাক শাক করি।

(উভয়ের গমন)

পঞ্চম অভিনয়।

প্রাসাদে।

রাগিণী..... .....বেহাগ।
তাল..........আড়াঠেকা।

তারে রেখে এলাম বন। (সেহি দুঃখিনী সীতারে)
মুক্তকেশী কেশে ঢাকা, মুখে অকলঙ্ক রাকা,
ভূসনে ভূষণ সব হইয়ে পতন।
ধরাসুতা ধরাসনে, ধারা বহে দুনয়নে,
অধীরা শোকযাতনে, কে করে যতন॥
অবিরাম রাম রাম, নাহি জানে অন্য নাম,
নব দূর্ব্বাদল শ্যাম, জপে সর্ব্ব ক্ষণ॥

প্রাসাদে এবংবিধ গীতধ্বনি আকর্ণন করিয়া রাজকুমার পুর্ব্ববৎ প্রবিষ্ট হইলেন এবং এক রহস্য-স্থানে অবস্থিত রৈলেন।

বিধির কর্ম্ম। রাজপুত্র সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অনায়াসে নিদ্রা গিয়া আছেন।

এদিকে ইহারা নাটক অভিনয়ান্তে গমনোন্মুখ হয়েছে, রাজকুমারো নিদ্রাবেশে দীর্ঘাকার একটা নিশ্বাস ছেড়েছেন; তখন রমণীগণমধ্যে কত জনের কত প্রকার সিদ্ধান্ত হোচ্চে।

এক জন।

ওমা কি গো!! গোখ্‌রো সাপের মত কি ফোঁপিয়ে উঠ্‌ল। ঐ যে, ঐখানে।

অন্য জন।

হাঁগো আমিও শুন্তে পেয়েছি, রোসো, ঐ বুঝি আবার।

রাজকুমারী।

আর রোস্‌তে পারিনে, একটা আলো ধরে দেখ্‌ছি গো। ও খানে আবার—বটে, বটে, এই এখনি যেন মানুষে নিশ্বাস ছাড়্‌লে তেম্নি; ঠিক তেম্নি।

চমৎকার।

হামারি ছের্ কা কাছম্, কেয়া মানুষ, বাড়ে তাজ্জাব্ কো বাত।

রাজকুমারী।

আমার মাথার দিব্বি দেখ্‌সে, ঐ শুন, বুঝি পালঙ্গের আড়ালে।

চমৎকার।

ভাই! আদ্‌মি হোনে মো কুছ্ আজাব্ নাহি, কাল্‌ভিতো এক রুমাল বময় আঙ্গোঠি গিরা পরা থা।

(সকলের আলো সহকারে গমন)

এক জন।

(মৃদুস্বরে) বাবাগো! মানুষ।

অন্যজন।

কই তোর মানুষ বাবা? মাগো! এই নে দিব্য হাত, পা, নাক, কাণ, চোক, মুখ, ভ্রূ, উরু,

উর' কটি, ধটি, ধড়া, নাগর কানাই শয়নে আছেন। ধন্য সাহস!!! প্রাণের ভয় নেই। এসো না সকলকেই দেক্তে হয়, ও কিছু আর ধরে খাবে না; চোরের মন আধা। আচ্ছা এ চোরই বা কেমন, রূপটা যেমন তেমন নয়, যেন সোণার মানুষ মাটিতে গড়াচ্ছে।

চমৎকার।

বাছ্ দেখ্ চুকা।

রাজকুমারী।

তুমি আবার এর ভিতর চুকা মিঠা নিয়ে সার্‌লে, কেম্‌নে কি টের পেলে? তোমার জানা লোক, বটে? না, তাও যে নয়, তুমি একে তপস্বীর মেয়ে তাতে আবার একেবারে—

চমৎকার।

কমল কোরকে মধুকর কি বসে না?
সময়ে মধুর আশে, পাশে কি আসে না?

রাজকুমারী।

ভাই তোর দুখানি পায় পড়ি, বল্ দেখি উনি কিনি?

রাত্তির দুপোর দুটো বেজে গেছে, অধিক কাল বিলম্বও কাজের কথা নয়। ওঁকে জাগাও, আহা যেন মরে আছে, যেন তিন মুল্লুক দৌড়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, শ্রমবারি বিসর্জ্জন হোচ্ছে; সখি! হাওয়া করো।

সখী।

আমারো ছেয়ের কপাল, ও পোড়ার মুখো কে যে ওঁকে হাওয়া করবো।

রাজকুমারী।

হেঁ, ছেয়ের কপালই বটে, তোমার কথায়, জ্বাললে, রাগও ধরে হাঁসিও পায়। তুমি ভারি চটে লোক, চট্ করে এক কথা কৈতে আর আট্কে না, চোটে কাণ ফেটে যায়।

যেমন পুরুষের মধ্যে মেয়েমুখো লোক থাকে, তুমি তেমনি মেয়ের মধ্যে পুংমুখো

একটী ॥

ভাল এখন কোন রূপে ছলে, কি বলে, কি কলে, কি কৌশলে এঁকে জাগান উচিত।

(গোলাবের পিচকারি প্রদান)

রাজকুমার।

(সচৈতন্য) আঃ! সালার বেড়াল, একবারে যে মুখের উপরেই—; থুঃ।

কামিনীগণ।

(সঙ্কোচ সহাস্যে) ওখানে কে গা? কে হে? এখানে কেন? (চমৎকার) হ্যাঙ্গাম কোচ্ছ কেন, ওএছে আদমি ঘাবড়াকর্ ভকুয়া হোজাতা। ধীরাছে মিঠি মিঠি বাত কারো, এখোঁছে চোরি চোরি নেহারো।

একজন।

মিচে নয়, ভয়ে পেটের হালুয়া নিকলে না পড়ে, আচ্ছা আমি ধীরে ধীরে সুধাচ্ছি।

(রাজকুমারের প্রতি)

তুমি এখানে কি কোরে এলে? কি জন্যে? তোমার কি প্রাণের ভয় নেই কো? তা কি একটু কিও ভাব না?

রাজকুমার।

ভাব না হইয়াই ত এতটা ভাবনা, ভাব হইত ত আর এ ভাব হইত না। হায়!!! এখানে কি চমৎকার দেখ্‌লেম!!!

একজন।

কি চমৎকার দেখ্‌লে?

রাজকুমার।

সীতা সেজে; কি কি বা গাওনা বাজ্‌না হোচ্ছিল, সে সীতা কোথা? সে সীতা কোথা?

রাজকুমারী।

সে সীতায় কেন? সে সীতায় কেন? কেহে তুমি কোন্ খানে, কোন্ কোণে, অমন কোচ্ছ কেন? ওটা ভূত না কি গা?

রাজকুমার।

এটা ভূত নয় গো অদ্ভুত। ভীরু। ভয় কি? এই আমি যাচ্ছি, তোমার দলে মিস্‌চি গে,

দেখা হলেই ভূত, ভবিষ্যৎ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি সকলি খুলে যাবে এখন।

রাজকুমারী।

হ্যাঁরে ভাই চমৎকার! তোমার জানা মানুষ? আমায় বল না, আমার সঙ্গে কি তোমার চাতুরী সাজে? দেখ আমরা ত তোমার পর নই যে—; বলিতে কি তোমার মাতা খাই, এ সংসারে তোমার মত আমার ভাল বাসা মানুষ আর একটী নেই, আমার তিনিও ততো নন্। তুমি নির্ভয়ে বল, তাতে দোষ কি।

চমৎকার।

হাঁ, হাম্‌ছে থোড়া বহুত্ জান পাহচান হ্যায়, ভায়া থা। উন্নে এক রাজাকো লাড়্‌কা, হামারে লিয়ে কায়েল হ্যায়, মাগার আজতাক হাত না লাগা। চেছেনে মানুখ, ভাই প্রাণ কাবুল, !!! মেএও না দেখা; চে খোস্ তোমারি।

রাজকুমারী।

এই তো কথা, পথে এসো এখন। তোমার

সঙ্গে উঁওর থোড়া বহুত, উঁওর সঙ্গে তোমার থোড়া বহুত এই কোরে কোরেই এক রকম হয়ে উঠেছে। তবে ওঁকে এখানে সদরে আস্‌তে আট্‌কালে কিসে।

ওগো! মশাই গো! তুমি কে গো! কেন পর্‌দানিসি হয়ে থাক্‌লে যে, একবার বুক ঠুকে বেরও দেখি, সরমের মাতা খেয়ে ভরমের টাটি খুলে।

রাজকুমার।

কেন ভাই তোম্‌রা আমার কি দেখ্‌বে, আমি কি এক নূতন তরো জানওয়ার এসে পড়্‌লেম্‌। আমি একটী মনুষ্য, তোমরা কি আজো মানুষের মুখাবলোকন কর নি? ধন্য তোমরা! আমায় ডাক্‌লে কেনে, ও সব সাকারা দলে এ নাকারায় কাজ কি, চেহারায় কি চিনিবে, বেচারা পড়ে আছে আছে আছে, কেনে মজাচ্ছ; আচ্ছা যাচ্ছি।

(রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমারী।

আ! দেখেচ কি? সখি! এমন রূপ আর শুনি নাই শুন্‌বও না, দেখা দুরস্তাং। যেন ঠিক চিত্র করা; এটা ত মানুষ-মারা কিছু নয়? না কি কলের তৈরী; সখি হায় রে! আমি মলে——।

সখী।

আ মরণ!! মর্‌বে কেনে, বালাই, অমন কথা মুখে আস্তে নেই। কাল সকালে রাজ-মহিষীকে বলে যাতে তোমার বিয়েটা শিগ্‌গির শিগ্‌গির ঘটে যায় তেম্নি ঘট্‌কালি কর্‌ব। সেটের কোলে তুমিও তো——।

রাজকুমারী।

ছি যাও, এ বুঝি তাই হলো, তুমি হোসেন সার আমলের ইঁচড়ে পাকা; যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না।

কেন চমৎকার! এর মধ্যে বিয়ের কথা কমনে এলো, উনি যে কত কি হাতী ঘোড়া উগ্‌রে বস্‌লেন।

বল্লেম লোকটী অলৌকিক শ্রীমন্ত, যেন চিনি চিনি ; উনি ত অম্নি, "আমি চিনি খাই নি"।

সখী।

কেন একি মস্করি হলো, কিসে তোমার চিনি চিনি এলো ? বারো জন্মেও তো তোমার সঙ্গে গুড় গুড়ও নয়।

জান্লে, অন্তঃকরণের সহিত রূপের বড্ড ভাব, রূপে মন ভুলেই ভুলে, সেটা ভ্রান্তির কার্য্য নহে, স্বভাবসিদ্ধ। সকলেরই এইরূপ হয়ে থাকে, একা তোমার কেনে। আর যখন ইনি আমাদের চমৎকারের জামাই যাচ্ছে, এমন স্থলে অন্যরূপ আশা প্রত্যাশাও অন্যায়।

রাজকুমারী।

না, এঁকে আর পারি না, আমার অসাধ্য হলো, এবারে এম্নি রাগ ধরেছে আমার, কি বল্বো ;— তোমার জীবটা কেটে বটিতে বিনিয়ে হামিল দিস্তায় আচ্ছা কোরে কুটে মনের খেদ মিটাই, তবে তুমি জব্দ হও।

অন্য সখী।

ভাই তোরা কি বুনো মহীষের যুদ্ধ বাধালি, এদিকে যে পকাক্ পকাক্ মোরগে; রাত্তির যে ফুরিয়ে উঠ্‌ল। তবে রাজকুমার এখানেই থাকুন, আমরা আবার আস্‌চি গে, উঁওর হাত ছেড়ে দেন!

(রমণীগণের প্রস্থান)

নেপথ্যে গীত।

আশা পারাবার পারে, কেহ না যাইতে পারে,
সকলেতে মগ্ন আছে তায়।
প্রবৃত্তির বাতাঘাতে, বিষম তরঙ্গ তাতে,
বেগে উচ্ছলিত সর্ব্বদায়॥
কিবা ধনী কিবা দীন, কারো আশা নহে ক্ষীণ,
ভাবে সবে এ দিন না রবে।
হরি ভয় পরি হরি, অন্তরে রাজত্ব করি,
কাল হরে আশার বিভবে॥
দারা পুত্র পরিবার, করে নানা উপকার,
ইহকালে মনের সহিতে।
কিন্তু পরকাল পথে, যেতে নারে কোন মতে,
উপকার পারে না করিতে॥

অতুল বিপুল ধন, দাস দাসী অগণন,
পাত্র মিত্র আত্মীয় স্বজন।
সঙ্গে কেহ নাহি যাবে, কেবল আত্মীয় ভাবে,
ইহকালে করিবে যতন॥

রাজকুমারের আক্ষেপোক্তি।

ধরেছে মনেতে বড় গীতটী আমার
ও সময়, এই নির্জ্জন, প্রাসাদে একা;
আকাশ ভাঙ্গিয়ে বক্ষে পড়িল আমার
হায় রে! কত না দুঃখের সিন্ধু উথলি
উঠিল—যথা গন্ধক-পর্ব্বত উঠে,
পারদ; বিন্দু বরিষণে-যথা পতির
বিহনে সতী——প্রোষিত-পতিকা জ্বলিছে
অবিরল বন্ধু বিরহ-অনলে; আর
শুনিয়ে সুমতি সতী নারীর নিধন।
পড়িল আমার মনে হায় রে স্বদেশ!
হায় রে প্রাণের তুল্যা প্রেয়সী রতন!
কোথা রৈলে রাখ প্রাণ প্রাণময়ি! আজ
বুঝি প্রাণ হারালাম তোমার শাঁপেতে;
হা জননি! ত্যজিল শোকেতে তনু তব

পুত্র প্রাণাধিক, এই বিদেশে দীনের
মতন, না জানিল এক প্রাণী এ ভব-
মণ্ডলে, আমি মরিলাম মাতঃ এখানে,
বিদায় হতেছি এই জনমের মত,
মিছার মানব জন্ম করিয়ে গ্রহণ
সংসারে, কি কোরে গেলাম হায় হায় রে
ওরে মন! ভেবে দেখ, দেখিলে সকলি
মিছা, মিছা মায়া-জালে বদ্ধ হয়ে আছি ;
পশ্চাৎ চিন্তা হীন, শেষে কি দশা হইবে
যথা—গুটিপোকা হয়ে বদ্ধ আপনার
বাসে প্রাণ ত্যজে।

(স্বগত) আমি যে ভেবে ভেবে অস্থির হোচ্ছি, ক্ষেপে উঠ্ব না কি ? রে প্রাণ ক্ষান্ত মান ! রে মন ধৈর্য্য ধর ! এই অসার সংসার ধামে কেবা কার, কেহ কার নয়, সকলই মিথ্যা। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনের ভরসা কি, জীবন জীবন-বিন্দু, এই আছে এই নেই ; তাহার অবস্থিতি নিশ্বাসে, বিশ্বাস কি, একবার আট্‌কিলেই ফুরল কীর্ত্তন। কেনই বা জননীর স্নেহ-পূর্ণ তোষণাভাবে

আকুল হই; কেনই বা প্রেমময়ী প্রণয়িনীর মোহিনী মুখারবিন্দাদর্শনে বিরহিত হই; আর কেনই বা ভক্তি বিলাস বাসনা নিদান সন্তানের অর্দ্ধাস্ফুট বাক্যে অভো আনন্দানুভব করি; তবে কেনই বা এখানে আমার মাথা মুণ্ডু মত্তে এসেচি। প্রণয় আশু প্রত্যয়ী, কিছুই বিচার করে না, তার ধরম নাই।

নারী চরিত্র বিসম্বাদী বিশ্ববিখ্যাত, নারীর কুহক বোঝা সহজ নয়, না পড়ে পণ্ডিত সে তারাই। যাকে তাহারা ভাল বাসে তার জন্যে প্রাণ পণ, আবার ভিটাতেও ঘুঘু চরায়; আর যে হতভাগ্য তার বিষ নয়নে নিপতিত হয়, তার তো একাল পরকালের কর্ম্ম সারা, সে বেচারা পেট ভরেও খেতে পাবে না। তাই বলে, যাকে দেক্তে পারি নে তার চলন কুচ্ছিত, যাকে ভাল বাসি তার —ও চন্দন। তুচ্ছু নারীর জন্যে অমূল্য প্রাণ পণে ধরিলাম, আমার মত কি নরাধম আর আছে? যাক আর ভেবে উপায় নাই, চমৎকার বুকে ছুরী মেরে বসেছে, প্রাণ থাকে আর যায়।

(নিদ্রাগত)

ইতঃপর উদ্যান স্থিত সহকার তরুবরে বসন্ত-সখা পিক পরিবার উচ্চৈঃস্বর করিতে লাগ্‌ল, তড়াগতটে অশ্বত্থশাখায় উৎক্রোশ পক্ষী ডাকিতে লাগ্‌ল, কুসুম গন্ধে দশ দিক্ সুগন্ধী-কৃত হইল, ভ্রমরার ঝঙ্কারে কলেবর রোমাঞ্চিত হলো, আর যামিনী রৈল না।

রাজসখা রাজার অদর্শনে উদ্বিগ্ন মনে সেখানেই কোন ক্রমে দিবসাবসান করিতে থাক্‌লেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে বিভাবরীর পুনঃ সমাগম হইল। রাজনন্দিনী এবং চমৎকার সহচরী-দ্বয় সহকারে পূর্ব্ববৎ সেপাহীর সাজে নাট্য-শালায় উপনীত হলেন; দেখিলেন, রাজকুমার অভোরে নিদ্রা যাচ্ছে। সুখের শরীরে অতো কষ্টের শ্রাদ্ধ, কাজে কাজেই আজ্ আরাম পেয়ে নিদ্রায় মরিয়া আছেন। নৃপনন্দিনী হাঁসিতে হাঁসিতে তাপসবালার গল দেশ হইতে কুসুমদাম উন্মোচন করত ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া রাজকুমারের গলদেশে সমর্পণ করিলেন এবং বরের বাম ভাগে বধূকে শয়ন করাইলেন। এদিকে রাজদুর্গ হতে চারি জনা সেপাহী

হাতিয়ার বদ্ধ প্রাকারের দ্বার দেশে দণ্ডায়মান আছে; মালিখ চতুর চূড়ামণি, টের পেয়েছেন, চোরের মত প্রাসাদে প্রবিষ্ট হয়ে কহিলেন, অয়ি রমণীবৃন্দ! এখানে আমার প্রভু রাজ-কুমার কোথায়? এই তাঁর সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তিনি কোথা রৈলেন, দেখ দুয়ারে যমদূত, প্রাণ যে যায়, তোমাদেরও নিস্তার নাই, এখন উপায় কি?

সব অবাক আর কি, আরো কি কথা সরে, এক জনা উঁকি মেরে দেখ্‌লেন, নিষ্কোষ কৃপাণ ঝক্ মক্ কোচ্ছে।

হা সখি! এই কি হলো, এতই কি কপালের লেখা, পোড়া অদৃষ্ট রে! কে আগে জানে এমন হবে, আর উপায় কি বল, আজই বুঝি আমাদের অন্তকাল উপস্থিত, আর নিস্তার নাই। সখি! বেন্ধে মাল্লে অনেক সয়, ভেবে কি হবে, যা হবার তা হলো, অগ্নিস্পর্শে ফোস্‌কাই পড়ে।

আপাততঃ রাজকুমারকে চৈতন্য করাই নিতান্ত কর্ত্তব্য হোচ্ছে, আহা! সোণার গিরি সোণার গাঁথা, সই তোরাই যা।

একজন।

ওহে রাজকুওর! উঠ উঠ, আর নিদ্রা কোত্তে হবে না, এ দিকে যে মহানিদ্রার অনুষ্ঠান, তার কি।

রাজকুমার।

কি আশ্চর্য্য! চমৎকার তুমি এসেছ, না কি স্বপ্ন দেখিলাম, সে তুমি নও না কি? আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত তাও যে বুঝি না, (দশনে অঙ্গুলি দংশন) উঃ! বটে বটে জেগেই আছি, সব প্রকৃত ঘটনাই বটে। মালিখ তুমি যে?

মালিখ।

হ্যাঁ, আমি-ই সে তো; ভাই, বলিতে কি, প্রণয়ও যেমন অতলস্পর্শ, তুমিও তেম্নি পাতাল ফুঁড়ে, ধন্য তুমি!! যাক, এখন প্রাণে যে মরি তার কি? দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান রয়েছে, আর বেরবার যো নেই, গোটাই টুকর টুকর হোতে হবে।

রাজকুমার।

এর মধ্যে এতো অনর্থই হোল, আমি আর মনে কোচ্ছি কপাল ফিরেছে; তাই তো, কপাল ভাঙ্গ্‌লে কি আর জোড়া লাগে।

(গাত্রোত্থান)

নারীগণ।

তোমার প্রাণের চমৎকারকে যে ফেলে যাচ্ছো, সে না কি তোমার প্রাণের প্রাণ তবে যে ছেড়ে যাচ্ছ, তা হবে না। আমরাই বা কি বোলে কোন্ বলে কার সাহসে ঘরে থেকে বেরুই, তা হবে না, আগে আমাদের গলায় ছুরী দিয়ে পাছে যাইচ্ছে তাই করো গে।

রাজকুমার।

না, না, কোথা যাব, ধিক্ সে জীবনে! প্রাণ রেখে দেহটা নিয়ে কোথা যাব; সোণা ফেলে আঁচোলে গেরো, চমৎকারকে ফেলে যাব? এ প্রাণ কণ্ঠায় থাক্তে তো না। আমি এমন অপাদার্থ নই, এমন কাপুরুষ নই যে সহজেই

আঁত্‌কে পড়্‌বো, তাঁর হাতে প্রাণ সুঁপেচি, এখন তার জন্যে প্রাণ থাকে আর যায়, তাকে ছেড়ে যাব কোথা। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।

রাজকুমারী।

কি জানি ভাই, পুরুষের হাসি কান্নার মানে পাইনে, এখনি এমন এখনি অমন, কি জানি কে কেমন, যেমনি হও, এক্ষণে রক্ষা পেলেই সব পেলাম, প্রাণের অধিক আর কি আছে বল; উহারা ভয়ানক মানুষ, ওদের দয়া মমতার শরীর নয় যে হাতে পায়ে ধোরেই বা এড়ালেম, কোষে বোস্‌লে সশরীরে যাওয়াই ভার। প্রাণ কাঁপ্‌ছে সই ভয়েতে থরহরি; শরীরের রক্ত জল হলো।

রাজকুমার।

অয়ি চন্দ্রাননে! অতো ভয় কিসের, এই না দেখে এলেম, কই কিচ্ছু না, সেই সরীফা-ওয়ালীর দুয়ারে ডাঁরে হীরামন ঝুল্‌ছে; সেই নিষাদ-কুটীরে প্রদীপ নেবো নেবো হয়ে জ্বল্‌ছে,

সেই সহকারে আঁব যেমন দোদুল্যমান ছিল, তেমনি দুল্‌ছে; চুট্‌, ভায়াই আমার উপহাস করেছেন।

মালিখ।

ইনি উপহাসের ওপ্‌রেই আছেন, এখনো ইঁয়ের বিশ্বাস জন্মে নি; বিপদ্‌ যতক্ষণ ঘাড়ে না চাপ্‌বে ততক্ষণ আর প্রতীতি হবে না, যারা দেখেছে, তাদেক সুধান দেখি? আমিই যেন মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক শঠ লম্পট নির্ঘৃণ নিস্ত্রপ।

রাজকুমার।

আচ্ছা, যদি ঠাট্টা না করে থাক তবে তার চেষ্টা দেখ।

মালিখ।

দেখ্‌বো বই কি, আমি এতো পিরিতের ধার ধারি না, যার তিন কুলে কেউ কাঁদবার নেই, সেই গিয়ে পিরিত করুক, আস্ত পিরিত বরদাস্ত করা আমাদের কর্ম্ম নয়, পিরিত পাগুলের চোদ্দ পুরুষের দোজাক ভেস্‌ত নেই, ছার

পিরিতের কপালে আগুণ; আলোক লতার নাম স্বর্ণ লতা, কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন, আমার কি কাজ! আমি যাচ্ছি, দেখি, কি দেখ্লেম, মশা কি মাতঙ্গ!

[প্রস্থান।

গীত। (গুণ গুণ স্বরে)

"মেরা সাঞি বিনে মন ফকিরি দেল্কা দরদ কো জানে——

রাজকুমারী।

বা! বা। বেড়ে, খাসা গাচ্চে। চকৎকার! তোমার গোসাঞি বিনে তোমার দেলের দরদ আর কে জানে, কেনে? কেন ভাই ওরূপ অধো-বদনে রইলে যে; এখন তো আতঙ্কটা ছুটে গেছে, এসো ক্ষণেক হাসি তামসাটার মক্স করি; না তাতে তুমি বড় রাজি নও। তাই তো, চমৎকার অতো আমাদের মত আহ্লাদে নয় যে, একটু রূপের গরবে মাটিতে পা পড়ে না, ঠেকারে ঠাঞি পায় না, দেমাগ গায় ধরে না, হ্যাদ্দেখ গরিবের বাছা মুখ ছোট কোরে বোসে আছে, ছি চমৎকার অমন কোরে থেকো

না, বুঝি খানিকটা সাধাতে হবে। ওগো তুমি না সাধ্‌লে ইনি আর ওমুখী হবেন না, বল্লেন, গোমুখী হয়ে বসেচেন।

রাজকুমার।

তাতে দোষ কি, অপরাধ আছেই তো! মনে কর, তুমি যেন আমার তাই, আমি যেন তোমার —তবে সাধি আর কি; "প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চময়ি মানমনিদানং দেহি পদপল্লবমুদারং"।

রাজকুমারী।

সোণার চাঁদ, আর কাজনি, অতো আহ্লাদ ভাল নয়, এখন ঘুমিয়ে থাক, ঘুমের ঘোরে তোমার ভুল হোচ্চে, স্থূলেই ভুল, বিস্‌মল্লা-তেই গলদ।

মালিখের পুনঃপ্রবেশ।

রাজকুমার। কেন আবার কি?

মালিখ। এই বারই তো বার, বেরিয়ে দেখুন।

রাজকুমার। হোয়েচে, ও সব কি দেখাচ্চে?

মালিখ। যমের দূত আর কি, সব রাজসৈন্য।

এই বেলা! আমি সরে যাই, আপনি এই কর্‌বেন, বিপক্ষের সনে রণে প্রয়োজন নাই, যা করে তাই ভাল, সময়ে উপায়ান্তর দেখ্‌বো। আমার আর সাধ্য নাই।

"আমার আর সাধ্য নাই" রাজকুমার এই কথাটী শুনিলেন। যেমন সমুদ্রপথে প্রবল প্রভঞ্জনে কর্ণধার কহিল—জলে হালি মানে না। হায় রে সে সব সময় কি দুঃসময়! সে দায়ে যে ঠেকেছে, সেই জানে, বন্ধ্যা প্রসব-বেদনার কি জানিবে।

রাজকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, নৃপবালে! আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল হোল, আমি যে ঐ অভূতপূর্ব্ব সুন্দরী সরসিজে বিলাস করি, তেমন সৌভাগ্য আমার নহে; সিংহ্যা দুগ্ধং স্বর্ণপাত্রং বিনা ন তিষ্ঠতি,-সিংহীর দুগ্ধ স্বর্ণ পাত্র বই থাক্‌বে কেনে। বুঝিলাম এই আমার শেষ দশা, সুশীলে! জন্মের মত বিদায় হই; হা তাপসপুত্রি! হা রাজনন্দিনি! অয়ি সহচরীগণ! রে প্রিয় মালিখ! এমন সময় কোথা রৈলে, আমার প্রাণ যায়।

যেমন মধুচোরকে মধুকরকুল ভিন্ ভিন্ করে বেড়িয়ে ধরে, তেমনি রাজকুমারকে সৈন্যগণ ঘেরিয়া ধরিল; পরে রাজসদনে উপনীত হয়ে রাজার আজ্ঞানুসারে তাঁহার হস্ত পদ ও গলদেশে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করিল।

——০•:০:•০——

ষষ্ঠ অভিনয়।

কারাগারে।

যুবরাজ।

সময়ে সকলি ঘটে ললাট লিখন,
আর কেন কোন্ ভরসায় নিশি দিশি
কেন রে শ্রান্ত মন ভাব অকারণ!
সাপের মাথায় ভেকে চড়ি নৃত্য করে
সময়েতে, বাঘের ঘাড়ে মৃগের বাসা।
আমার এ কারাবাস অতি তুচ্ছ গণি
যথা নাগপাশে বদ্ধ শ্রীরাম লক্ষ্মণ
মহীরাবণের দ্বারে, দুটী ভাই তায়
কত না সহিল প্রাণে প্রাণে, যাতনার
এক শেষ দিতো সদা রাবণের চরে।
কেন রে বিচ্ছেদে খেদে তবু কান্দে মন
আষাঢ় শ্রাবণে ধারা বরিষে যেমন
অজস্র, যথা প্রবাহিত স্রোতঃ স্বতি
প্রশ্রবন। অন্তরে পরাণ কান্দে সদা,

কি দিয়ে বুঝাব দশা যে হলো আমার।
দশা রে! কারাগারে বদ্ধ যথা পিঞ্জরে
বিহঙ্গ বদ্ধ, উড়িবারে চায় তাকি ঘটে
ছট ফট করে তার পক্ষ আছাড়িয়া।
আমার চরণ বদ্ধ কঠিন নিগড়ে
হৃদয় আবদ্ধ মম গিরি—ভারি পাষাণে।
কেমনে পালাবে আর কোন পথ হৈয়ে
এই ভাবে যাবে প্রাণ ভাবিয়া ভাবিয়া,
অথবা প্রভাতে কল্য জল্লাদের করে
মিঠাব মানব লীলা এ জন্মের মত।
রক্ষমে ভো ভগবন্ এ বিপদে! ভব
করুণাসিন্ধু তব বিন্দু বরিষণে।
এত কি অদৃষ্টে হায় ছিল রে বিধাতা!
আমার যে জন শত্রু যেন হেন তার
সপনেও নাহি ঘটে দুর্দ্দশা এমন;
ধরাসনে অনশনে করি দিন পাত
পাষাণ-সুমেরু গিরি হৃদয়ে চাপান
কঠিন বন্ধনে প্রাণ যায় যায় যায়।
কেন বা এলেম হায় ত্যজিয়ে স্বদেশ,

স্বজন, স্বগণ, মম বন্ধু পূর্ব্বতন,
মরিবার তরে বুঝি বিদেশে দুস্তরে;
দুরন্ত কৃতান্ত এবে বিস্তারি বদন
গ্রাসিবে আমায় তাই সতত আমার
রয়ে রয়ে পড়ে মনে; হায় রে! কিক্ষণে
বিদায় হয়ে এলাম এবার এই খানে
আর না দেখিতে হলো স্বদেশের মুখ।
বুক বিদরে আমার, আমার অদৃষ্ট
পোড়া কার দোষ দিব। রে নিরদয়
দ্বারিগণ! কত আরো দিবে দুঃখ বান্ধি
করে করে অনিবার। দুলিত কণ্ঠেতে
মম কুসুমের হার, বিহার করিছে
হায় হায় রে! এবে লোহার শৃঙ্খল।

প্রাসাদে চমৎকার।

সখি রে! হের চমৎকার পানে হের একবার।
কি ভাবিলাম কি হৈল একে হলো আর॥
সখি রে! চমৎকার ঠিক যেন হিমমহীধর।
ধলা মুখ খানি তার ধবল শিখর॥
সখি রে! বহিয়ে গঙ্গা যমুনা দুটী নেত্র নীরে।

ডুবিতেছে তার বুক রঙ্গোপসাগরে ॥
সখি রে! এগুমন নিকভর দ্বীপ দুটী তায়।
অন্তঃ অগ্নিময় দেহ দহে সর্ব্বদায় ॥
সখি রে! বহে যায় অসুখের বারিনিধি চক্ষে।
বুঝিলাম এ নারীর নাহি আর রক্ষে ॥
সখি রে! এতো কিছু ভাল নহে আমাদের পক্ষে।
কুঙরে দেখাও শীঘ্র কোন উপলক্ষে ॥
সখি রে! এ ভাবে কেমনে যাবে সবার সমক্ষে।
বুঝাইয়ে বল দুট তার হিত পক্ষে ॥
সখি রে! অশ্রুধার অনিবার বহে যায় বক্ষে।
হায় রে সজনি! হেন নাহি সহে চক্ষে ॥

বারাঙ্গনাগণ এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে রাজসদনে উপনীত হইল।

তার পর, নারীর চাতুরী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্যতে; তাঁহারা কর্‌লেন কি, সকলে এক বুদ্ধি হয়ে এই যুক্তি স্থির করিলেন যে, আমরা এক জনা সেপাহীর সাজে কারাগৃহের দ্বাররক্ষক থাকিয়া রাজপুত্ত্রকে মুক্ত করিয়া দিব। পরে, অন্য কথাও পরে, যা থাকে অদৃষ্টে।

তখন আর কে যায়, যার কান্না সেই কান্দে ; চমৎকার সে দিন নিশি যোগে ঠিক একটী প্রহরীর ন্যায় কারাগারের দ্বার দেশে দণ্ডায়মান রহিল।

রাজকুমার মনে করিয়া আছেন যে, অদ্য দ্বার পালের সংহার সাধন করত চম্পট দিবেন। বিধির নির্ব্বন্ধ, তিনি প্রহরীর নিকটে গিয়ে সহসা তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা তিন চারিটা আঘাত করিয়া সপ্রসন্ন মনে প্রস্থান করিলেন ; আহা ! সে তো প্রহরী না সে না ! তাঁর প্রাণের অধিক সেই সুশীলা তাপসকুমারী, হায় হায় কি হলো ! একে নারীর প্রাণ তার পর বিষম ছুরিকার প্রহার, প্রহারযন্ত্রণায় ধনী তখনি ধরাশায়িনী হয়ে শিরে করাঘাত পূর্ব্বক হতচেতন হইলেন। দূরবর্ত্তী দ্বাররক্ষিগণ তদবলোকনে হুল স্থূল আরম্ভ করিল, তন্মধ্যে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ প্রহরীদিগকে বলিল ; ইয়া জাখমি সেপাহীকো দরিয়া মে ডার দোও, ইছ্ কো হো গিয়া, আব দেরি নাহি।

তাহারা মরেছে মনে কোরে অবলীলা ক্রমে জলে ভাসাইয়ে দিল, ধনী ভাস্তে ভাস্তে

যেতে লাগ্‌ল। এ দিকে রাজকুমার শিবিরে যেয়ে গৃহের গমনোদ্যোগ কোচ্ছিলেন, নিশির প্রভাতে তর্টিনীর নীরে দেখ্‌লেন, একটা শব ভাসমান, তার উপর রক্তের ঢেউ খেল্‌ছে; ক্রমে নিকটবর্ত্তী হয়ে দেখলেন যেন চমৎকার রক্তে মাখা, রুধির গায়ে গড়াচ্ছে, আর ভেসে যাচ্ছে। তিনি মনে করিলেন, আমার শয়নে স্বপনে নিশি দিনে সেই রূপই ধ্যান জ্ঞান, সেই আমার সর্ব্বস্ব, সেই আমার সব, তাই ভাবি কি দেখে কি দেখলেম।

মালিখ জলে অবতীর্ণ হয়ে মৃত দেহটা উঠায়েই হাহাকার শব্দে, ভাই সর্ব্বনাশ আর কি! এ না চমৎকার! হায় হায় কি হোল! আহা! এখনো প্রাণ ধড়ে আছে, এই না ওষ্ঠাধর কাঁপচে, হিয়া ডুরু ডুরু কোচ্ছে, এখনো চেষ্টার অসাধ্য হয় নি; আশু রুধির বহির্গমন-পথ অবরোধ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, পরে উপায়া-র দেখা যাইবে।

যেমন বিষধরের দংশনে শরীর বিষময় হইলে দেহ ঢলিয়ে পড়ে, তাপসতনয়া প্রহার বিষে তদ্রূপ ঢলিয়া ঢলিয়া পড়্‌তে লাগ্‌ল,

প্রাণ যায় আর কি। তৎকালে তার এমন শক্তি ছিল না যে, বাক্যস্ফুরণ হয়, রাজকুমারের মুখ পানে চাহিয়ে অশ্রুনীর বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তিনি ব্যাকুল চিত্তে চমৎকারকে আপন হৃদয় মধ্যে প্রস্থাপন করত রোদন করিতে লাগিলেন।

হা সুশীলে! তুমি এই করিবে কে জানে, তোমার ধ্যান দেখিয়া আমারো জ্ঞান নাই, আমিও তোমার সহবর্ত্তী হইব, আর বাঁচিবার ইচ্ছা রাখি না; সজনি! বুঝিলাম্, বিধাতা বাম হয়েছেন, নতুবা কেন এই রূপ শোচনীয় ব্যাপার অকারণ ঘটিল? হায়; হায়! কিসে কি হলো! হলো বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, পরিতাপের একশেষ, পরাভোগের চূড়ন্ত হোল. এখন প্রাণ গেলেই মুক্তি, যে আজো দেখা সেই কালো দেখা। রাজসখা মাথিল অনেক উপায়ে রুধির নিঃসরণপথ অবরোধ করিয়া ক্ষত স্থানে ঔষধ সংযোজিত করিলেন। সে দিন সেই ভাবেই অতিবাহিত হোল, তৎপর ঈশ্বরেচ্ছায় উত্তরোত্তর আরোগ্য লক্ষণ দৃষ্টি হইতে লাগিল।

চমৎকার কথা কহিতে পারিত না, এখন দিন দিন কথা দিয়ে প্রাণ কেড়ে লইতে লাগিল। যে রূপের ছটা ঘটা মন্দীভূত হয়ে গেছিল, যে স্ফূর্ত্তির কিছুই ছিল না, যে চমৎকার প্রাণেই মরে ছিল, সে সব হোল; রাজার দুঃখের মেঘ অন্তর্হিত হয়ে সুখসূর্য্য উদয় হোল।

দুঃখের দিন কি বসিয়া থাকে? কার্ দিন যাচ্ছে না? যিনি রত্নাদি খচিত সুবর্ণ মঞ্চে দুগ্ধ ফেণ-নিভ শয্যায় শয়নে আছেন, আর যে ধরাসনে রোরুদ্যমান আছে, সকলেরই দিন যাচ্ছে, দঃখে পড়ে উদাসীন হওয়া নিতান্ত অবিধেয়।

মনের গতির বিধি নাই, কখন্ যে কোন্ অবস্থায় সুখী থাক্তে চাহে, কে জানে। মন বাদসার হুকুমে খাটা মুটের কার্য্য। শরীর ব্যাধিমন্দির, বাসনা ইয়ত্তা-বিহীন, তেমনি মনটা সুখের পায়রা। যিনি মনের অনুগামী না হয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধীনে থাকেন, তাঁহার বিপদ্ ঘটে না, ধরায় তিনিই ধন্য। অনন্তর রাজকুমার সমারোহ পূর্ব্বক চতুরঙ্গ

সেনা সাজাইয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে চমৎকার নিজজননী ও জন্ম ভূমির বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় ম্লান বদনে মন্দ মন্দ রোদন করিতে লাগিল।

রাজকুমার নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে তাহার চিত্ত বিনোদ করিতে লাগিলেন।

এখানে রাজবালা চমৎকারের অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে আর রাজকুমারের অঙ্গুরীয় দেখিতে দেখিতে যে নিদ্রাগত হইলেন আর উঠিলেন না।